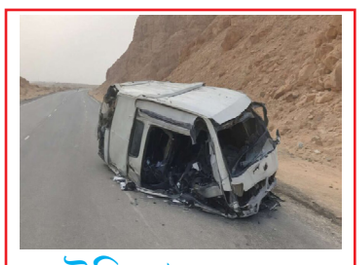

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ ভারতীয়সহ নিহত ১৫

সারে-জমিন

সন্দেশখালি মামলায় স্পেশাল টিম গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

রূপসী বাংলা

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজির ভারত ও আজকের বাস্তবতা

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

স্টাডি পয়েন্ট

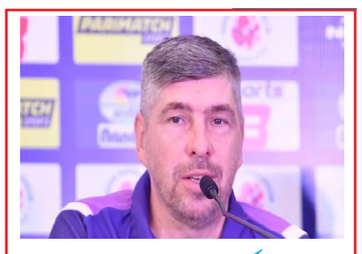

মহামেডান কর্তাদের দুষে কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের পদত্যাগ

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৩০ জানুয়ারি, ২০২৫
১৬ মাঘ ১৪৩১
২৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 29 ■ Daily APONZONE ■ 30 January 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বুরকা নিষিদ্ধের দাবি মহারাষ্ট্রের মন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: মহারাষ্ট্রের বিজেপি মন্ত্রী নীতেশ রানে বুধবার শিক্ষামন্ত্রী দাদা ভুসেকে আসন্ন দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির রাজ্য বোর্ডের পরীক্ষায় বুরকা নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুরকা নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে বলেছেন, ধর্মীয় পোশাক বাড়ি ও ধর্মীয় স্থানেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় বসতে চলা পড়ুয়াদের বুরকা পরার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে মহিলা পুলিশ অফিসার বা মহিলা কর্মী নিয়োগ করে তল্লাশি চালাতে হবে। এই পরীক্ষাগুলি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও অপব্যবহার থেকে মুক্ত হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোরকা পরার অনুমতি আছে এমন আগের কোনো প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহারের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বিরোধী দলের সাংসদরা একজোট হয়ে বললেন

মুসলিমদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে ওয়াকফ বিল

আপনজন ডেস্ক: বুধবার বিরোধীরা ওয়াকফ সংশোধনী বিলে 'ওয়াকফ বাই ইউজার' ধারাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে বিরোধী দলের সাংসদরা বলেছেন, এই বিধান অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান। রিপোর্ট নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করে এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, 'ব্যবহারকারীর দ্বারা ওয়াকফ' বাদ দিয়ে ধারাটিতে শেষ মুহূর্তে বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করা "সম্পূর্ণ অবিবেচনাধীন" ছিল। সংশোধিত ওয়াকফ আইন কার্যকর হওয়ার পরে বিদ্যমান ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি তদন্তের সাপেক্ষে হবে এমন আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করে একটি সংসদীয় প্যানেল সুপারিশ করেছিল যে এই সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও মামলা পূর্ববর্তী ভিত্তিতে পুনরায় খোলা হবে না, যদি সম্পত্তিটি বিতর্কিত না হয় বা সরকারের মালিকানাধীন না হয়। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ তাঁর ডিসেন্ট নোটে বলেছেন, যে কোনও ধর্মাবলম্বীর মানুষ 'ওয়াকফ বাই ইউজার'-এর সম্পত্তির যে কোনও অংশ নিয়ে মামলা দায়ের করতে পারে এবং ফলস্বরূপ সংশোধিত আইনের অধীনে কোনও সুরক্ষা চাইতে বাধা দিতে পারে। লোকসভায় কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার গগৈ বলেন, এই বিলে দেশের ওয়াকফ ও ওয়াকফ সম্পত্তির কাজকর্ম, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় অতিরিক্ত সরকারি হস্তক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে, যা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়।

ডিএমকে সাংসদ এ রাজা তাঁর ডিসেন্ট নোটে বলেছেন, পয়গম্বর মুহাম্ম সা.-এর সময় থেকেই 'ওয়াকফ বাই ইউজার'-এর বিধান রয়েছে এবং এটি বাদ দেওয়ার যে কোনও পদক্ষেপ মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করবে।

শিবসেনা ইউবিটি সদস্য অরবিন্দ সাওয়ান্ত ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

সাওয়ান্ত রিপোর্টে তাঁর অসম্মতিসূচক নোটে বলেছেন, এই ধরনের অ-সম্পর্কিত সদস্যদের মনোনয়ন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে কারণ আগামীকাল অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সমস্ত অনুদানের সমতা দাবি করতে পারে।

তিনি বলেন, হিন্দু অনুদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিন্দু এনডাওমেন্টস ফর টেম্পলসের সদস্য ও পদাধিকারী হবেন কেবল হিন্দুরা। ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা ও সুরক্ষার জন্য ওয়াকফ আইন করা হয়েছিল। তবে ওয়াকফ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী ঠিক উল্টো কাজ করতে যাচ্ছে। ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচানোর পরিবর্তে তারা ওয়াকফ সম্পত্তি আরও দখল ও দখলের নতুন পথ ও পথ খুলে দেবে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাদিমুল হক মূল আইনের সংশোধনী নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, এই আইন প্রয়োগের আগে বা পরে যদি কোনও সরকারি সম্পত্তি চিহ্নিত বা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয় তবে এটি ওয়াকফ সম্পত্তি হবে না।

সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সম্পত্তিটি সরকারি সম্পত্তি বলে যদি কোনও প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কালেক্টর পদমর্যাদার উপরের কোনও আধিকারিকের কাছে বিচারের জন্য পাঠানো হবে। তার মতে, উল্লিখিত সংশোধনীটি সম্পত্তি আইনের মূল অধিকারকদের আঘাত করে। সরকার অননুমোদিত পদ্ধতিতে আশ্রয় নিয়ে তার সম্পত্তি তৈরি করতে চায় না। সরকার যখন অনধিকার প্রবেশকারীর ভূমিকা পালন করে, তখন এই ধরনের অননুমোদিত কাজকে প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া যায় না। ২৫ শে জানুয়ারি রাজ্যসভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করার আগে ওয়াইএসআরসিপি সদস্য বিজয় সাই রেড্ডি এই বিল নিয়ে তার অসম্মতি জমা দিয়েছিলেন।

মহাকুম্ভ মেলায় পদদলিত হয়ে নিহত কমপক্ষে ৩০

আপনজন ডেস্ক: বুধবার ভোরে প্রয়াগরাজের (এলাহাবাদ) মেলা মাঠে পদদলিত হয়ে কমপক্ষে ৩০ জন নিহত ও প্রায় ৬০ জন আহত হয়েছেন বলে এক উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন। মহাকুম্ভের ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার বৈভব কৃষ্ণ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ২৫টি মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে এবং বাকিদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। আহতরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানান তিনি। মহাকুম্ভের বিপর্যয়ের ১৯ ঘণ্টা পর পদপিষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা ও আহতের সংখ্যা সম্পর্কে এই প্রথম সরকারি ভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই রাজনৈতিক দলগুলি প্রিয়জন হারানোর ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে শোক প্রকাশ করেছে, যদিও মৃতের সংখ্যা স্পষ্ট নয়। যদিও ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং কয়েকটি মিডিয়া রিপোর্টে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে, তবে এখন পর্যন্ত এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনও সরকারি তথ্য পাওয়া যায়নি। মহাকুম্ভ উৎসবের তদারকির দায়িত্বে থাকা ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ব্রহ্মা মুহূর্তের আগে রাত ১-২টা নাগাদ আখড়া মার্গে প্রচুর লোক জড়ো হয়।তিনি বলেন, অন্তত ৯০ জনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৩০ জন তীর্থযাত্রী মারা গেছেন। অজ্ঞাত পরিচয় মৃত ভক্তদের সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করে তিনি জানান, তাঁরা অসম, গুজরাট ও কর্নাটকের বাসিন্দা। পদপিষ্ট হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশ সরকারের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সমস্ত সাধু, আখড়া এবং মহামণ্ডলেশ্বরদের কয়েক ঘন্টা সক্রিয়তা স্থগিত করার আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য, মৌনি অমাবস্যা হিন্দু ক্যালেন্ডারের অন্যতম শুভ দিন বলে মনে করা হয়, যা মাঘ কৃষ্ণ অমাবস্যা অনুসারে পড়ে। হিন্দুরা বিশ্বাস করা করে, এই দিনে, পবিত্র নদীর জল অমৃতে (অমৃত) পরিণত হয়। এই দিনে স্নান ঐতিহ্যগতভাবে নীরবে করা হয়।

গভীর দুঃখপ্রকাশ মমতার

সমীর দাস ● কলকাতা

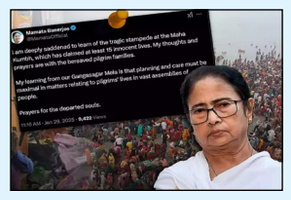

আপনজন: প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) মহাকুম্ভ মেলায় পদদলিত হয়ে কমপক্ষে ৩০ জন ভক্তের মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'মহাকুম্ভে মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। যে ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃত পুণ্যার্থীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে আমি শিখেছি যে বিশাল জনসমাবেশে যেখানে পুণ্যার্থীদের জীবন জড়িত থাকে, সেখানে পরিকল্পনা এবং পরিষেবা সর্বোচ্চ হতে পারে। মৃতদের আত্মার জন্য শান্তিকামনা করছি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দুঃখ প্রকাশ করেন। যোগী সরকার নিহতদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

হাইমাদ্রাসা, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার চার দিন আগে মাদ্রাসা ক্রীড়া কতটা সঙ্গত?

■ ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ মাদ্রাসা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আয়োজিত মাদ্রাসার রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি। অথচ, মাত্র চার দিনের ব্যবধানে ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসা বোর্ডের হাই মাদ্রাসা আলিম, ফাজিল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার ঠিক আগে মাদ্রাসা ক্রীড়ার আয়োজন কতটা সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সংখ্যালঘু মহল থেকে। এ বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক সহ বিশিষ্ট সংখ্যালঘুদের মতামত তুলে ধরেছেন 'আপনজন'-এর সাংবাদিক **এম মেহেদী সানি**।

> যদি মনে হয় শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ছে তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যাতে গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষার আগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থগিত করে।

হুমায়ুন কবির
অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক

> খেলা এবং পরীক্ষার মধ্যে চারদিনের ব্যবধান যথেষ্ট। আর রাজ্য স্তরের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট কম।

মোশারফ হোসেন *বিধায়ক ও চেয়ারম্যান, ডব্লুবিএমডিএফসি*

> বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

তাজমুল হোসেন
প্রতিমন্ত্রী, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর

> ডিসেম্বরের শেষ দিকে স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসাগুলিতেও রেজাল্ট-এর কাজ থাকে। জেলা ভিত্তিক স্পোর্টস শেষ হওয়ায় পর রাজ্য ক্রীড়া শুরু হয়। তাই সব দিক লক্ষ্য রেখে দিন ও ভেন্যু যেটা হয়েছে তার মধ্যে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আবু সুফিয়ান পাইক
পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন

> ছাত্র ছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার (হাই মাদ্রাসা,আলিম, ফাজিল) মাত্র চার দিন আগে রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন একটি অমানবিক সিদ্ধান্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আলি হোসেন মিদ্যা
সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতি

> সরকার একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে কথা না বলে মন্তব্য করে লাভ নেই। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দফতরকে বোঝানো গেলে সমাধান সম্ভব। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি কথা বলব।

মাওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী
গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও সভাপতি রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

> খেলা এবং পরীক্ষার মাঝে আরও বেশি সময় থাকা প্রয়োজন। একদল খেলে, অপর দল দেখে আনন্দ পায়। যদিও ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের খেলার সাথে সংযুক্ত হতে নিষেধ করা হয়।

মোঃ মাইনল ইসলাম
শিক্ষারত্ন, মুর্শিদাবাদ

> সর্বদাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের নিজস্ব ভাবনায় ভাটা পড়েছে। তাই এই ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের কর্মকর্তারা। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সদস্য, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড

> মাদ্রাসা বোর্ডের পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাব । ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ওপর প্রভাব পড়বে । অন্তত আরও ২৫ দিন আগে করা দরকার ছিল ।

ড. শাহজাহান মন্ডল
রাজ্য সভাপতি, বিএডিএফ

> প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জীবনেই প্রথম বোর্ড এক্সাম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। মাদ্রাসা পর্ষদের পরীক্ষার ঠিক আগের সপ্তাহে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন একেবারেই অনভিপ্রেত।

ড. মানাজাত আলী বিশ্বাস
সভাপতি, পি আই বি

> মাধ্যমিক সমতুল্য আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা ছাত্রদের কাছে জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ। ওই সময়ের কাছাকাছি খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকা অনুচিত।

মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস
সম্পাদক, অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন

> হাই মাদ্রাসা, আলিম এবং ফাজিল মিলে মোট পরীক্ষার্থী ৬৮ হাজার ৬০৪ জন, এর মধ্যে থেকে রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে ৬৮ জন। যেখানে শিক্ষার্থী খেলোয়াড়দের মধ্যে ৯৯.৯৯ শতাংশ শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যাই নেই।

আবিদ হুসেন
ডিরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

■ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
■ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
■ ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
■ মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
■ ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
■ ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ই.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি | বেলুন সার্জারী | পেশমেকার

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অ্যাঞ্জিওগ্রাম
ক্যাথ ল্যাব
ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

হিমালয়ান শকুনের প্রথম দেখা মিলল ভগবানগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: তাদের বসবাস সাধারণত উচ্চ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। তবে হিমালয়ান গ্রিফন শকুন মাঝেমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমতল এলাকায় দেখা যায়। ২০১৮ সালে নদিয়া জেলার করিমপুর এলাকায় একটি হিমালয়ান গ্রিফন শকুন পাওয়া গিয়েছিল। সেটি অসুস্থ অবস্থায় ছিল এবং বন দফতরের কর্মীরা সেটিকে উদ্ধার করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অধীনস্থ কালুখালি এলাকায় এক জোড়া হিমালয়ান শকুনের দেখা পাওয়া যায় বুধবার। ভগবানগোলার এক চিত্র গ্রাহকের হাতে ফ্রেমবন্দী হয় তারা। সেই চিত্র গ্রাহক সায়ন সরকার জানান, ওই পাখির জোড়া দেখে ছবি তোলার সুযোগ হাতছাড়া করেননি তিনি।

জেলায় এর আগে দেখা গেলেও বুধবার প্রথমবার সায়ন সরকারের হাতে ফ্রেমবন্দী হয় হিমালয়ান শকুন। তবে, এ ধরনের শকুন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাঝে মাঝে দেখা যায়। শীতকালে এরা খাদ্যের সন্ধানে সমতল অঞ্চলে নেমে আসে। শকুন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ তারা মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে রোগের বিস্তার রোধ করে। বর্তমানে শকুনের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, যা পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য উদ্বেগজনক। সম্প্রতি, আসামের বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি হিমালয়ান গ্রিফন শকুন ভর্তি হয়েছিল, যা ডিহাইড্রেশন এবং স্পাস্টিক রোগে ভুগছিল।

ছবি: সায়ন সরকার

মেলায় হাজির জেলাশাসক

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বুধবার উলুবেড়িয়া মেলার তৃতীয় দিনে মেলা পরিদর্শনে হাওড়ার জেলাশাসক ডা.পি দীপাপ প্রিয়া। সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মণ্ডল, পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস, ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

জমি দখলকে কেন্দ্র করে গুলির লড়াইয়ে নিহত ১, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় জমি দখল পড়াকে কেন্দ্র করে বোমা ও গুলির লড়াই মৃত্যু এক আহত তিন। জমি জায়গা বিবাদ কেন্দ্র করে বোমা ও গুলি।মৃত এক জখম হয় চার জন বলে সূত্রে জানা যায়।ঘটনাটি ঘটে নাকাশিপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে রাধানগর মাঠে। তাদের চাপড়া থানা পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আলাহামদ সেখ ৫২ মৃত বলে জানায়।সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানান্তরিত করা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে।চাষের জমি দখলকে ঘিরে দুই পক্ষের মারামারি।ঘটনায় জখম হয় চার জন স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,দীর্ঘদিন আলম শেখ সহ অন্যান্য আহতদের জমি গুলি দখলে ছিল।এখন সেই জমি জোরপূর্বক ভাবে চাষ করতে যাওয়ার পরেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গন্ডগোল। তারা প্রতিবাদ করতে গেলেই ইজার শেখ এর লোকজন তাদেরকে ধারণা অস্ত্র দিয়ে কোপায় ও বোমা মারে এবং গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তারা প্রত্যেকেই চাপড়া থানা এলাকার বাসিন্দার।

আহতদেরকে চাপড়া থানার পুলিশ উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় গোটা এলাকায় রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে পড়েছে মানুষ। অভিযুক্ত তার খোঁজে চাপড়া থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নবগ্রামে আদিবাসী মহিলা হত্যার কিনারা, পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার পুলিশ দিনকুড়ি আগে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের কিনারা করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে পুলিশ একটি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, গত ১০ জানুয়ারি নবগ্রামের রাইন্ডা ও অমরকুণ্ডর মধ্যবর্তী সাকুরিয়া মাঠে চয়ননগর এলাকার অঞ্জলি টুডু নামে আনুমানিক ৪০ বছরেরও বেশি বয়সী এক আদিবাসী মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় কৃষকরা সকালবেলা মাঠে কাজ করতে এসে এই ভয়াবহ দৃশ্যটি দেখতে পান। এর পর পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে।

পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোন টাওয়ার লোকেশন ও কল হিস্ট্রি সহ একাধিক তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার নবগ্রামের দোরেরডাঙ্গা এলাকা থেকে অভিযুক্ত সুকল সরেনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অভিযুক্ত ও নিহত মহিলার মধ্যে পূর্বে কোন সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল, যা হত্যার কারণ হতে পারে। তবে, পুলিশের তদন্ত আরও গভীর হচ্ছে এবং তারা জানতে চাইছে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আর কেউ জড়িত কিনা। সুকল সরেনকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছেন।

এই ঘটনার তদন্তে পুলিশ এবং আধিকারিকরা আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

সুজাপুরে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু অধিকার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি কাউন্সিল আয়োজিত ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল মালদার সুজাপুর গার্লস হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও সাধারণতন্ত্র দিবসে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। আলোচকদের আলোচনায় উঠে আসে সংখ্যালঘুদের উপর ঘটমান হামলা ও দুর্ব্যবহার যা সংবিধানের পরিপন্থী। বিশেষ রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মদতে অহরহ পিটিয়ে খুন যা সংখ্যালঘু সমাজে ভীতির সঞ্চার করেছে।

ক'দিন আগে একজন সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ধর্মের একজন তার বাবার লাশ দাফন করতে পারছিলেন না, যা সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে বাড়ি থেকে কুড়ি কিমি দূরে দাফন করেন। মঞ্চ থেকে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে উভয় সরকারকে আরও উদার হতে আহবান করেন বিভিন্ন বক্তারা।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ড. নজিবর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদিন হক আদি, পুলিশ আধিকারিক এস.আই নূরজাহান বেগম, প্রধান শিক্ষক আদিল হোসেন, ড. ফরিদুর রহমান, এডভোকেট ওয়াসিম আক্তার, সরফরাজ নওয়াজ, দুলাল বিশ্বাস, সমাজসেবী আনওয়ার আলী, লিংকন বিশ্বাস, শিক্ষক আনিকুল আলম, আসিফ আলী, সারিফ ইকবাল, কমিটির সভাপতি আশরাফ আলি খান, সম্পাদক সাইফুল আলম (রাজু), ইসমাইল বিশ্বাস, আব্দুর রহিম (রুলু), ইসমাইল হক, শের মুহাম্মদ, নায়েম বিশ্বাস, শাহজাহান আলি, নাজমুস সাহাদাত, আবুল কাশেম, আবু রাইহান, তাসিউর রহমান প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশনা করেন সঙ্গীতশিল্পী শাহনাওয়াজ শানি। আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের রাজ্য সভাপতি নাসিমুল হক নাসিম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক আশু বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক সোহেল আলম।

সন্দেশখালি মামলায় স্পেশাল টিম গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: সন্দেশখালি গণধর্ষণকাণ্ডে তদন্তের জন্য বিশেষ সিট গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। লালবাজারের কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্বে এই সিট গঠন করা হয়েছে। এই স্পেশাল টিমে থাকবেন বাদুড়িয়ার এসডিপিও রাহুল মিশ্রও। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে বুধবার ছিল সন্দেশখালি মামলার শুনানি। বিচারপতি দ্রুত তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং একমাস অন্তর সেই তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট স্পেশাল টিমকে বসিরহাট মহাকুমা আদালতে জমা দেওয়ার ও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে গত বছর জানুয়ারি মাসে রেশন দুর্নীতি মামলা তদন্তে সন্দেশখালি তৃণমূল নেতা শাজাহান শেখের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। সেখানে তাদের ওপর চড়াও হয় শাজাহানের অনুগামীরা। তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয় ।সেই সময় সন্দেশখালির অনেক মহিলা ধর্ষণের অভিযোগও আনে শাজাহানের অনুগামী ও দাপুটে নেতার বিরুদ্ধে। গত বছরেই সন্দেশখালি কয়েকজন মহিলা মে মাসে স্থানীয় দেশ কিছু নেতার বিরুদ্ধে নতুন করে গণধর্ষণের অভিযোগ আনেন। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তারা। মামলাকারীদের হয়ে সবার ঘরে না আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় সেই মামলাতে লালবাজার কে বুধবার স্পেশাল তদন্তকারী টিম গঠনের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আগে শাসক বিরোধী প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল সন্দেশখালি। যদিও নির্বাচনের কোন প্রভাব পড়েনি বসিরহাট কেন্দ্রে কয়েক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল তৃণমূল। শুধুমাত্র সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রে গেরুয়া শিবির জয় পেয়েছিল।

নাবালক খুনে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা চুঁচুড়া আদালতের

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: প্রেমের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১১ বছরের শিশু! সেই শিশুকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রেমিককে চুঁচুড়া আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে। আট বছর আগে ঘটে যাওয়া এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারে সোমবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং আজ, বুধবার, বিচারক তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করেন।

ঘটনার পটভূমি: হুগলির তিন নম্বর কৃষ্ণপুর এলাকার এক মহিলা, যিনি বিবাহবিচ্ছিন্না ছিলেন, তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ব্যান্ডেলের লিচুবাগানের বাসিন্দা অরবিন্দ তাঁতির। ওই মহিলা তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতেন, যেখানে প্রেমিক অরবিন্দের যাতায়াত ছিল নিয়মিত। তবে এই সম্পর্কে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহিলার ১১ বছরের ছেলে, সৌম্যজিৎ। প্রেমিকের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক মেনে নিতে পারছিল না সে, আর এই কারণেই অরবিন্দ ক্রমাগত বিরক্ত বোধ করছিলেন।

এই নিয়েই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে একাধিকবার অশান্তি হয়। তারই মধ্যে, ২০১৭ সালের ৭ জানুয়ারি এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। সৌম্যজিৎকে বিশ্বাস অর্জনের জন্য বিস্কুট কিনে দেওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান অরবিন্দ। এরপর, ঠান্ডা মাথায় শ্বাসরোধ করে শিশুটিকে হত্যা করেন। খুনের পর, শিশুটির মৃতদেহ হুগলি স্টেশন সংলগ্ন একটি মন্দিরের পাশে ফেলে রেখে আসেন তিনি, যাতে সেটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনা বলে চালানো যায়।

তদন্ত ও মামলা:পরদিন সৌম্যজিতের দেহ উদ্ধার হওয়ার পর তাঁর মা-ই সন্দেহ প্রকাশ করে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু হয় এবং একাধিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত অরবিন্দ তাঁতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দীর্ঘ আট বছর ধরে মামলাটি চলতে থাকে। মামলার সরকারি আইনজীবী সুব্রত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই মামলায় মোট ১৭ জন সাক্ষীর বক্তব্য শোনা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়। সমস্ত দিক বিচার করে চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় শর্মা সোমবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

সাজা ঘোষণা: আজ, বুধবার, বিচারক অরবিন্দ তাঁতিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন। আদালতের এই রায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থার প্রতিফলন ঘটায় এবং শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষায় একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সমাজে প্রতিক্রিয়া:এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং আদালতের রায় নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। শিশুটির মা আদালতের এই রায়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, "আমার সন্তানের জন্য বিচার পেলাম, কিন্তু এই শাস্তি কখনও আমার সন্তানের জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবে না।" অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই রায় সমাজে একটি কড়া বার্তা দেবে যে শিশুহত্যা বা অন্য কোনও অপরাধের বিরুদ্ধে আইন যথেষ্ট কঠোর এবং অপরাধীরা কোনোভাবেই পার পাবে না।

ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য ঘিরে জগবন্ধু ঘোষ হাই স্কুলে উন্মাদনা

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। মান্নাদের গাওয়া এই গান আজও গাম বাংলার মানুষকে অনুরনিত করে। প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য কে ঘিরে যে উন্মাদনা গোটা খণ্ডঘোষ এলাকায় দেখা গেল তা বাঙালির এখনো প্রিয় খেলা ফুটবল এটাই মনে করে দেয়। খণ্ডঘোষের প্রাচীনতম স্কুল স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত তোরকোনা জগবন্ধু ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়। আজ থেকে ১৩০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য। সুব্রত ভট্টাচার্য রাজীব খেল রত্ন পুরস্কার সহ ভারতবর্ষের বহু সম্মাননা লাভ করেছেন। মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত এই কিংবদন্তি ফুটবলারের নেতৃত্বে মোহনবাগান ছ'বার সন্তোষ ট্রফি, আইএফএ লিগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জয় করে। তিনি দেশ-বিদেশের বহু মাঠে দর্শনীয় ফুটবল খেলা উপহার দিয়েছেন। সুব্রত ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় বাসিন্দারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি, তিনি বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে দুই দলের খেলা উপভোগ করেন।

সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও ফুটবলের সংযোগ নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা উত্তম। কেননা, এতে শরীর ও মনের বিকাশ ঘটে।"

এছাড়া, তিনি বাঙালির ফুটবলের প্রতি ক্রমশ আগ্রহ কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, অযোগ্য বিদেশি ফুটবলাররা কলকাতার বিভিন্ন দলে সুযোগ পাচ্ছেন, যা বাংলার ফুটবলের মান কমিয়ে দিচ্ছে। তাই তিনি প্রকৃত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরামর্শ দেন এবং ছোটবেলা থেকেই ছাত্রদের ফুটবলের প্রতি আগ্রহী করে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "মোবাইল ছেড়ে মাঠে আসুন, খেলাধুলা করলে মন ও মননের বিকাশ ঘটে। খেলোয়াড়েরা অনেক উদার হন।"

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন চক্রবর্তী বলেন, "এত বড় মাপের একজন ফুটবলার আমাদের স্কুলে আসায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমি নিজে তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।"

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্যামল দত্ত বলেন, "আমাদের বহুদিনের ইচ্ছে ছিল সুব্রত ভট্টাচার্যকে স্কুলে আনার। তিনি আমাদের সেই ইচ্ছে পূরণ করেছেন।"

সংবর্ধনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ মন্ডল, দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাত থেকে পড়ে মোবাইল ফোন বিস্ফোরণ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাত থেকে পড়ে মোবাইল ফোন বিস্ফোরণ। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত হাসপাতাল পাড়া এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, বুধবার মিঠুন বর্মন নামে এক ব্যক্তির হাত থেকে তাঁর মোবাইলটি পড়ে যায়। এরপরে বিস্ফোরণ ঘটে সেই মোবাইল থেকে। ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘর। দ্রুত পরিবারের লোকেরা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এ বিষয়ে মিঠুন বর্মন নামে ওই ব্যক্তি জানান, 'হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পরেই মোবাইলটিতে বিস্ফোরণ হয়! ঘটনায় অল্পবিস্তর আগুন লেগে যায়। যদিও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে আতঙ্কে রয়েছি।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিস্ফোরক হাওড়ার সাংসদ প্রসূন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: উলুবেড়িয়ায় সবলা মেলার উদ্বোধনে গিয়ে বিস্ফোরক হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি। হাওড়া সদর কেন্দ্র থেকে পালিয়ে আসতে চাইছি, ওখানে বড় বড় নেতা বড় বড় কথা, আমাকে গ্রামীন হাওড়া তথা উলুবেড়িয়া সাব ডিভিশন কেন্দ্রে নিয়ে আসুন, রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়কে এমনই আবেদন জানান সাংসদ। আমি পালিয়ে আসতে চাইছি ওখান থেকে। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার করাতবেরিয়ায় সবলা মেলার উদ্বোধনে এসেছিলেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোলপুর সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমের ময়ূরাক্ষী কটন মিলকে ঢেলে সাজানো কে উদ্দেশ্য করে বুধবার বোলপুর সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক স্তরের একটি বৈঠক করা হয়। মূলত এই মিলটি কিভাবে আরো উন্নত করে তার থেকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা হয় এদিনের এই বৈঠকে। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউ এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, বিধায়ক তথা কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায় সহ বীরভূম জেলা প্রশাসনের অন্যান্য সকল আধিকারিকরা। এছাড়াও এদিন বোলপুর ডাকবাংলো ময়দান পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে এই ডাক বাংলো ময়দানে একটি স্টেডিয়াম রয়েছে খেলা দেখার জন্য। আগামীতে এখানে আরো একটি স্টেডিয়াম করা হবে দর্শকদের সুবিধার্থে। অন্যদিকে সিউড়িতে যে স্টেডিয়াম রয়েছে সেখানে ফ্লাড লাইট বসানোর ব্যবস্থা করা হবে রাত্রিকালীন খেলাধুলার সুবিধার জন্য।

মালদায় ফের শুটআউট ঘিরে উত্তেজনা এলাকায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদায় আবারও শুট আউট ঘটনায় উত্তেজনা এলাকায়, মালদার বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর রাধানাটথটোলা মদের আসরে গুলি। গুলিবিদ্ধ দুইজন এদের মধ্যে প্রদীপ কর্মকার মঙ্গলবার রাতেই চিকিৎসা জন্য আনা হয়, মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।নিরঞ্জন দাস গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে।জানা গিয়েছে মদ নিয়ে বিবাদ।সেই ঘটনায় বুধবার আটক দুই। কালিয়াচক গতকাল বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত রাধানাথটোলা গ্রামে শুট আউট কান্ডে পুলিস ইতিমধ্যেই দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত দুইজন হল নিমাই ঘোষ এবং পাণ্ডব ঘোষ। দুইজনেই বীরনগর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিস জানিয়েছে, নিমাই এই শুট আউট এবং খুন কান্ডের মূল অভিযুক্ত এবং পাণ্ডবের কাছ থেকেই সে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েছিল। গতকাল রাতেই পুলিস পান্ডব এবং নিমাইকে আটক করে। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর সকালে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস ইতিমধ্যেই নিমাইয়ের কাছে থাকা এবং শুট আউট কাণ্ডে ব্যবহৃত ওয়ান শাটারসহ এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। আজ দুপুরে ধৃতদের মালদহ জেলা আদালতে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে পেশ করা হয়েছে।

আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় এই শুট আউট এবং খুনের বিষয়ে অভিযুক্ত নিমাইকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায় মদের নেশার ঘরেই সে গুলি চালিয়ে দিয়েছে।

দুয়ারে শিবিরে জেলাশাসক

আপনজন: পর্যবেক্ষক হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ-১ নং ব্লকে দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব আইএএস সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ।

প্রথম নজর

মক্কা থেকে মদিনায় ‘নবীর পদক্ষেপ’ প্রকল্প উন্মোচন সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ঐতিহাসিক পথটি গ্রহণ করেছিলেন তা পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে সৌদি আরব ‘নবীর পদক্ষেপে’ প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সোমবার উহুদ পাহাড়ের কাছে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মদিনার আমির প্রিন্স সালমান বিন সুলতান এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।
গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, ‘নবীর কদম’ প্রকল্পে মক্কাকে মদীনার সঙ্গে সংযুক্ত করা ৪৭০ কিলোমিটারের একটি পথ রয়েছে, এর ৩০৫ কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া যাবে। ৪১টি ঐতিহাসিক নিদর্শন পুনরুদ্ধার করে এই পথের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। আর এগুলো সঙ্গে সম্পর্কিত পাঁচটি স্টেশন হিজরতের সময় ঘটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বর্ণনা করবে।
ইসলামের ইতিহাসের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টির বিষয়ে দর্শনার্থীদের বিস্তারিত জানাতে একটি হিজরত জাদুঘরও থাকবে। এ গমনপথ বরাবর আটটি স্টেশন হিজরতের বিষয়ে ধারণা দেবে। আর পথ সংলগ্ন ৩০টির বেশি রেস্তোরাঁ ও ৫০টি দোকান দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করবে। দৈনিক ১২ হাজার দর্শনার্থী এ পথে মক্কা থেকে মদীনায় যেতে পারবেন, এমনভাবে প্রকল্পের নকশা করা হয়েছে।
গাল্ফ নিউজ লিখেছে, এই প্রকল্প ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়ে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যে তা দর্শনার্থীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলবে। নির্ভুলতা ও সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য ঐতিহাসিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা নিয়ে প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। চলতি বছরের নভেম্বর এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর এটি ছয়মাস ধরে দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়ে থাকতে পারবেন টিকটকার-ব্লগাররা

আপনজন ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়ে থাকতে পারবেন টিকটকার, ব্লগার ও পডকাস্টাররা। নতুন নিয়ম চালু করছে ট্রাম্প প্রশাসন।
এ লক্ষ্যে হোয়াইট হাউসে প্রেস পাসের জন্য আবেদনের আহ্বান জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেস সচিব কারোলিন লেভিট।
এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি মূলধারার গণমাধ্যমের বাইরেও পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।
মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের পডিয়ামে প্রথমবারের মতো এসে লেভিট বলেন, এখানে ‘নতুন মিডিয়া কণ্ঠস্বর’র জন্য একটি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত।
আপনি যদি একজন টিকটক কনটেন্ট নির্মাতা, ব্লগার বা পডকাস্টার হন এবং বৈধ সংবাদ কনটেন্ট তৈরি করেন, তাহলে আপনাকে প্রেস সনদ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে অনুমতি দেওয়া হবে।
ট্রাম্প একাধিকবার ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যমকে ‘জনগণের শত্রু’ বলে সমালোচনা করেন এবং তিনি তার হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার জন্য বেশ কিছু পডকাস্টে উপস্থিতিকে কৃতিত্ব দেন।
লেভিট বলেন, ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রেস সচিব হিসেবে আমি নতুন মিডিয়া কণ্ঠস্বরের জন্য এই রুম খুলে দিতে পেরে গর্বিত।
হোয়াইট হাউসের এই রুমে মোট ৪৯টি আসন রয়েছে, যা বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার জন্য বরাদ্দ করা হয়। আসন পাওয়ার জন্য সংবাদ সংস্থাগুলোকে হোয়াইট হাউসে করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে হয়। যদি জায়গা থাকে, তাহলে আসনবিহীন সাংবাদিকরা পাশে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করতে পারেন– যেমনটি লেভিটের প্রথম ব্রিফিংয়েও হয়েছে।
নতুন প্রেস সচিব ট্রাম্প সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ‘মিথ্যা’ রিপোর্টের জন্য তাদের দায়বদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
লেভিট বলেন, আমরা জানি এ দেশের অনেক ঐতিহ্যবাহী মিডিয়া প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই প্রেসিডেন্ট এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে। আমরা তা মেনে নেব না।

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ ভারতীয়সহ নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলীয় জিজানের কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন ভারতীয় নাগরিকসহ অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৯ জানুয়ারি) এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ।
জানা যায়, দুর্ঘটনায় ভারতের ৯ জন ছাড়াও নেপাল ও ঘানার আরো ৬ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। আর আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সত্যতা নিশ্চিত করে জেদ্দায় ভারতীয় কনস্যুলেট নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।
এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া ভারতীয় মিশনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলের জিজানের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন ভারতীয়র মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।’
ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়ে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করার কথাও জানিয়েছে ভারতীয় কনস্যুলেট।
এ ছাড়া অনুসন্ধানের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, বাসটিতে ২৬ জন শ্রমিক কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শর্ত সাপেক্ষে মেয়েদের পাকিস্তানে পড়ার অনুমতি দিল আফগানিস্তান

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসন শর্ত সাপেক্ষে আফগান নারীদের পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে। এই চুক্তির মূল শর্ত, পুরুষ অভিভাবকদের নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে বলে শর্ত দিয়েছে তালেবান সরকার। পুরুষ অভিভাবক বা মাহরামদেরও ভিসা দিতে হবে। সোমবার এক প্রতিবেদনে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এ খবর জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার তালেবানের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছে এবং এদিনই পাকিস্তানে প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পরীক্ষায় শত শত আফগান শিক্ষার্থী পাকিস্তানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরাল প্রগ্রামে ভর্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান শরণার্থীরা পেশোয়ার এবং কোয়েটায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীদের আগামী দিনে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার কথা রয়েছে।
আফগানিস্তানের জন্য পাকিস্তানের বিশেষ দূত মো. সাদিক জানিয়েছেন, প্রায় ২১ হাজার আফগান শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ অর্থায়িত আল্লামা ইকবাল স্কলারশিপ প্রগ্রামের অধীনে আসন্ন একাডেমিক সেশনের জন্য আবেদন করেছেন। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫ হাজারেরও বেশি নারী রয়েছেন।
এই স্কলারশিপ প্রগ্রামের জন্য পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষা কমিশন (এইচইসি) ২ হাজার শিক্ষার্থীকে বাছাই করবে, আর এর এক-তৃতীয়াংশ স্থান নারী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।
অন্যদিকে আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীদের আগামী দিনে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার কথা রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাকিস্তান সরকারের একজন কর্মকর্তা তালেবানের শর্তাধীন চুক্তি ও আইন মেনে চলা নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের ভিসা দেওয়ার বিষয়ে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছেন। তবে তালেবানরা এই উন্নয়নের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।
দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য তৈরি এই বৃত্তি উদ্যোগটি চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের মতো ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান করবে।
২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর ষষ্ঠ শ্রেণির বাইরে মেয়েদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করার এবং পুরুষ সঙ্গী ছাড়া আফগান নারীদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে নারী অধিকারের ওপর তালেবানের বিধিনিষেধের তীব্র সমালোচনার মধ্যে এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের লক্ষণ, যা জাতিসংঘ ‘লিঙ্গ বর্ণবাদ’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
তালেবানরা তাদের নীতিগুলোকে ইসলামী আইন এবং আফগান সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলছে। তবে নীতি পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আহ্বান অব্যাহত রয়েছে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একদল শিক্ষার্থী ‘নীরব’ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন। বুধবার বিকেলে তোলা ছবি।

দক্ষিণ সুদানে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ সুদানের উত্তরাঞ্চলে একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছে। রাজধানী জুবার উদ্দেশে বুধবার (২৯ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই উত্তরাঞ্চলীয় ইউনিটি স্টেটের তেলক্ষেত্রের কাছে উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ মিশন পরিচালিত রেডিও মিরায়া এ তথ্য জানিয়েছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বিমানবন্দর থেকে ৫০০ মিটার দূরে উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। উড়োজাহাজটিতে ২১ জন আরোহী ছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদানে বেশ কয়েকটি উড়োজাহাজ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী জুবা থেকে ইরোল শহরে যাত্রী বহনকারী একটি ছোট উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হলে কমপক্ষে ১৯ জন নিহত হয়।
২০১৫ সালে রাজধানী জুবার বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর যাত্রীদের নিয়ে রাশিয়া নির্মিত একটি কার্গো বিমান বিধ্বস্ত হলে কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়।
দক্ষিণ সুদান ২০১১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে।

২০ লাখ কর্মীকে চাকরি ছাড়তে চমকপ্রদ প্রস্তাব দিলেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কর্মীদের স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর জন্য আট মাসের বেতন দেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা কমানো লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার লাখো কর্মচারীকে এই প্রস্তাব দিয়ে ই-মেইল পাঠানো হয়।
গত ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প ক্ষমতা নেওয়ার পরে একের পর এক চমক দিয়ে যাচ্ছেন। এবার ফেডারেল কর্মীদের জন্য এই চমকপ্রদ প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ফেডারেল কর্মীর সংখ্যা ২০ লাখের বেশি এবং ট্রাম্প প্রশাসন আশা করছে তাদের মধ্যে অন্তত দুই লাখ বা ১০ শতাংশ এই প্রস্তাবে রাজি হবে।
ই-মেইলে পাঠানো এই প্রস্তাবে বলা হয়, সরকারি চাকরিজীবীদের আগামী সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা এই ‘বিলম্বিত পদত্যাগ কর্মসূচির’ অংশ হতে চান কি না।
চাকরি ছাড়তে যারা সম্মত হবেন তারা আট মাসের বেতন পাবেন।
যে কর্মীরা সরকারের প্রস্তাবে রাজি হবেন তাদের ওই ই-মেইলের জবাবে সাবজেক্টের জায়গায় ‘রিজাইন’ লিখে উত্তর পাঠাতে বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবের আওতায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেতন-ভাতাসহ অন্য সব সুবিধা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা বিবিসিকে জানান, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ১০০ বিলিয়ন ডলারের মতো অর্থ সাশ্রয়ের আশা করছে মার্কিন সরকার।
তবে এই প্রস্তাব সব সরকারি কর্মীরা পাননি। পোস্টাল বিভাগ, সামরিক বাহিনী, ইমিগ্রেশন বিভাগ এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের কিছু কর্মীদের এই প্রস্তাবের বাইরে রাখা হয়েছে।
মার্কিন সরকারের এই পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি। তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় বারবার সরকারের আকার ও ফেডারেল ব্যয় কমানোর অঙ্গীকার করেছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে গোমা শহর ও বিমানবন্দর, সহিংসতা চরমে

আপনজন ডেস্ক: ডি আর কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম শহর গোমায় বিদ্রোহী গোষ্ঠী এম২৩ গতকাল মঙ্গলবার শহরের বিমানবন্দর দখলে নিয়েছে। এর ফলে সহায়তা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কারণ লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর প্রধান পথ এই বিমানবন্দর, ফলে বহু বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনযাত্রা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার গোমা দখলের পর শহরের রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ২০১২ সালের পর এটিই এম২৩ বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি।
এই সংঘাতের মূল কারণ রুয়ান্ডার গণহত্যার প্রভাব ও কঙ্গোর খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণের লড়াই।
জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানান, বিদ্রোহীরা বিমানবন্দর ও গোমা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তিনি শহরের পরিস্থিতিকে ‘উত্তপ্ত ও পরিবর্তনশীল’ বলে বর্ণনা করেছেন। অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ায় শহরে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী এবং কর্মীদের তাদের ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছে। কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় বিদ্রোহীরা জাতিসংঘের কার্যালয় ও রুয়ান্ডা, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে হামলা চালিয়েছে। তারা বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। লুটেরা কেনিয়ার দূতাবাসে লুটপাট চালায়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দূতাবাসের কর্মীদের কঙ্গো ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে।
জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী ও কঙ্গো সরকার দাবি করেছে, রুয়ান্ডার সেনারা এম২৩ বিদ্রোহীদের সমর্থন করছে। তবে রুয়ান্ডা সরাসরি এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেনি। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস কঙ্গো ও রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং রুয়ান্ডাকে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গোমা শহর পূর্ব কঙ্গোর সংঘাত থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য একটি প্রধান আশ্রয়স্থল। বিদ্রোহীদের অগ্রগতির কারণে হাজার হাজার মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। রুয়ান্ডা সীমান্তে গোমা থেকে পালিয়ে আসা মানুষদের ভিড় বাড়ছে।
চিকিৎসা সূত্রে জানা গেছে, গোমার চারটি প্রধান হাসপাতালে রবিবার থেকে অন্তত ৭৬০ জন আহত ব্যক্তির চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা অনুমান করা যাচ্ছে না, কারণ অনেকেই হাসপাতালের বাইরে মারা যাচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৮মি.

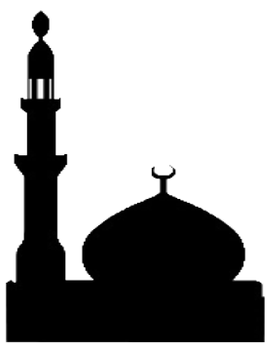

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৬
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৭	
মাগরিব	৫.২৮	
এশা	৬.৪০	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

ডি আর কঙ্গোতে আরো ৪ শান্তিরক্ষী নিহত

আপনজন ডেস্ক: গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোতে (ডি আর কঙ্গো) এম২৩ বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ে আরো চার দক্ষিণ আফ্রিকার সেনা নিহত হয়েছে। সর্বশেষ নিহত চার শান্তিরক্ষীই দক্ষিণ আফ্রিকান সেনা বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এর আগে, গোমায় গত সপ্তাহে শুরু হওয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণে সাউথ আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটির আঞ্চলিক বাহিনী এবং কঙ্গোতে জাতিসংঘ মিশনের অন্তত ১৩ শান্তিরক্ষী নিহত হন। এরপর আরো ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।

‘ট্রাম্পের চয়েজ’ গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েন করবে ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বারবার গ্রিনল্যান্ড দখলে নেওয়ার হুমকির প্রেক্ষিতে দ্বীপটিতে সেনা পাঠানোর কথা ভাবছে ফ্রান্স। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল ব্যারোট মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) এমন কথা বলেছেন। স্থানীয় সুদ রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন জ্যঁ-নোয়েল ব্যারোট। সাক্ষাৎকারে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ডে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তবে এখনই সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা নেই।’ গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন ট্রাম্প। প্রয়োজনে গ্রিনল্যান্ড নিয়ন্ত্রণে নিতে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ট্রাম্পের এসব বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সেখানে সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনার কথা জানালেন ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ-নোয়েল ব্যারোট। ব্যারোট বলেন, গ্রিনল্যান্ডের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়লে ইউরোপ অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে। ট্রাম্পের হুমকি মোকাবিলায় গ্রিনল্যান্ড সম্প্রতি ইউরোপের দেশগুলোর সমর্থন চেয়েছে। এরই মধ্যে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বিষয়টি নিয়ে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি ট্রান্সআটলান্টিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছেন।

আটকে গেল নেতানিয়াহুকে রক্ষায় আইসিসির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। এর জেরে আইসিসির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি বিল পাস করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে এ বিল পাস হলেও আটকে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ভোটে বিলটি ৫৪-৪৫ ভোটে অনুমোদন পেলেও চূড়ান্ত পাসের জন্য প্রয়োজনীয় ৬০ ভোট অতিক্রম করতে পারেনি।
জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ, ইউরোপীয় কর্মকর্তা এবং আইসিসির ব্যবস্থাপনা সংস্থার বর্তমান ও সাবেক সভাপতিরা সবাই বিলটির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থার জন্য ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সময়ে এটি একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করবে।
তবে অনেক ডেমোক্র্যাট এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও তারা আইসিসিকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেছেন, কারণ আদালত নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

ফেডারেল সহায়তা বন্ধে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে আইনি বাধা

আপনজন ডেস্ক: সব ধরনের ফেডারেল অনুদান এবং ঋণ স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। আদেশটি কার্যকর হওয়ার ঠিক কয়েক মিনিট আগে গতকাল মঙ্গলবার এই স্থগিতাদেশ দেন বিচারক লরেন আলীখান। বিচারক আগামী সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পরিকল্পনা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার আদালত এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন বলে জানানো হয়েছে। বিচারক আলীখান বলেন, তিনি একটি স্বল্পমেয়াদি স্থগিতাদেশ দিচ্ছেন, যা বজায় থাকবে যতক্ষণ না তিনি মৌখিক শুনানি নিতে পারেন। এই শুনানির তারিখ সোমবার সকালে নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিচারক বলেন, নতুন প্রশাসনকে সময় দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা মূল্যায়ন করতে পারে কোন অনুদান ও ঋণ তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর আগে হোয়াইট হাউস বাজেট অফিসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সংস্থাগুলোকে সকল ফেডারেল আর্থিক সহায়তার বাধ্যবাধকতা বা বিতরণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করার নির্দেশ দেন। এতে বলা হয়েছে, নতুন প্রশাসনকে তাদের এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুদান এবং ঋণ মূল্যায়ন করার জন্য সময় দেয়ার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
বিরোধী দল ও ফেডারেল অনুদান গ্রহীতারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ননপ্রফিটস আদালতে মামলা দায়ের করেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৬ মাঘ ১৪৩১, ২৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি

শুভবুদ্ধির উদয় হউক

আজ যাহারা শিশু, ভবিষ্যতে তাহারাই হইবে দেশ গড়ার কারিগর। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। তাহারা দেশ ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে, উন্নত করিবে শির বিশ্বদরবারে। এই সকল শিশুর বিচরণপক্ষত্র হইতেছে মাতৃক্রোড়, উন্মুক্ত প্রান্তর, শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও বহু শিশু তাহাদের শৈশব হারাইতেছে। সহিংসতার শিকার হইতেছে। অকালে ঝরিয়া যাইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন, 'শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি। প্রজাপতি যেমন তাহাদের সুন্দর শরীর ও মন দিয়া ফুলবনের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, তেমনি শিশুরাও তাহাদের সুন্দর মন ও অমলিন হাসি দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ধন করে।' অথচ দেশব্যাপী এই সকল নিষ্পাপ শিশুর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৩২ জন শিশু সহিংসতার শিকার হইয়াছে। যাহার বিপরীতে মামলা হইয়াছে ৪ হাজার ৬৭৫টি; কিন্তু সাজা পাইয়াছে মাত্র ২৪ জন অপরাধী। গত পাঁচ বছরে ২ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ধর্ষণের শিকার হইয়াছে ৩ হাজার ৫৯৬ জন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছে ৫৮০ জন। এই উপাত্ত শুধু গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সংখ্যার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার মানে, প্রকৃত সংখ্যা ইহার চাইতেও অনেক অধিক। মানুষের বিবেকবোধ কতটা লোপ পাইলে, সামাজিক অবক্ষয় কতটা মারাত্মক রূপ ধারণ করিলে তাহারা শিশু হত্যার মতো এমন গর্হিত কাজ করিতে পারে তাহা ধারণার বাহিরে। ভাবিতেও অবাক লাগে, মানুষ এখন কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে!

শিশুদের প্রতি সহিংসতা বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে, যাহা খুবই উদ্বেগজনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহ, প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা চরিতার্থ, জায়গাজমি বা সম্পত্তি লইয়া শত্রুতা বা বিরোধ, মুক্তিপণ ও স্বার্থ আদায়, সামাজিক অস্থিরতা এবং অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব, পিতা-মাতার সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, মানসিক বিষাদ, হতাশা ইত্যাদি কারণে শিশুদের উত্পীড়ন, বলাত্কার ও হত্যা করা হইতেছে। শিশুদের প্রতি এমন সহিংসতা খুবই মর্মান্তিক, যাহা তাহাদের পরিবারকে যেমন বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ করে, তেমনি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। পত্রিকার পাতায় শিশুদের প্রতি সহিংসতার যেই সমস্ত লোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হইতেছে, তাহা দেখিলে বাক্রুদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সন্তানহারা পিতা-মাতার কান্না আর আর্তনাদ দেখিয়া চোখের পানি আটকাইয়া রাখা যায় না।

আমাদের দেশে শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বেশ কিছু আইন রহিয়াছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। অনেক সময় অপরাধীরা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকায় আইনি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি পায় না। আইনের ম্যারপ্যাঁচ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে অপরাধীরা পার পাইয়া যায়। ইহা ছাড়াও অনেক সময় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার না করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আসামির শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইবে। দেশকে শিশুর নিরাপদ বসবাসের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ লইতে হইবে। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর নির্ভর না করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার মাধ্যমে দেশকে শিশুবান্ধব হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অপরাধীদের ভয়াবহ দানবীয়তা শেষ হইয়া তাহাদের হৃদয়ে মনুষত্বের জাগরণ এবং শুভবুদ্ধির উদয় হউক—ইহাই দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাম্য।

• • • • • • • • • • • • •

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজির ভারত ও আজকের বাস্তবতা

প্রাচ্যের মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায় পাশ্চাত্যের উন্নতি দেখে। কিন্তু, তার তুলনা সেই মেধাবী ও দুরন্ত শিশুটির মতো, যে তরতর করে এগিয়ে তো যায় ঠিকই, তবে সেই যাত্রাপথে প্রচুর ভাঙচুরের চিহ্নও ছড়িয়ে থাকে। যুদ্ধ, উপনিবেশ, রক্তপিচ্ছিল ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন উন্নত পাশ্চাত্য যে রিক্ততায় সবসময় আর্তনাদ করেছে তা আত্মিক শুদ্ধতার আলো। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ব ও পশ্চিম', প্রমথ চৌধুরীর 'আমরা ও তোমরা' যদি পড়ি তাহলে আমরা প্রবল অন্তর্বিরোধপূর্ণ দুই মহাদেশীয় সভ্যতাকে স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারব। লিখেছেন **পাভেল আখতার।**

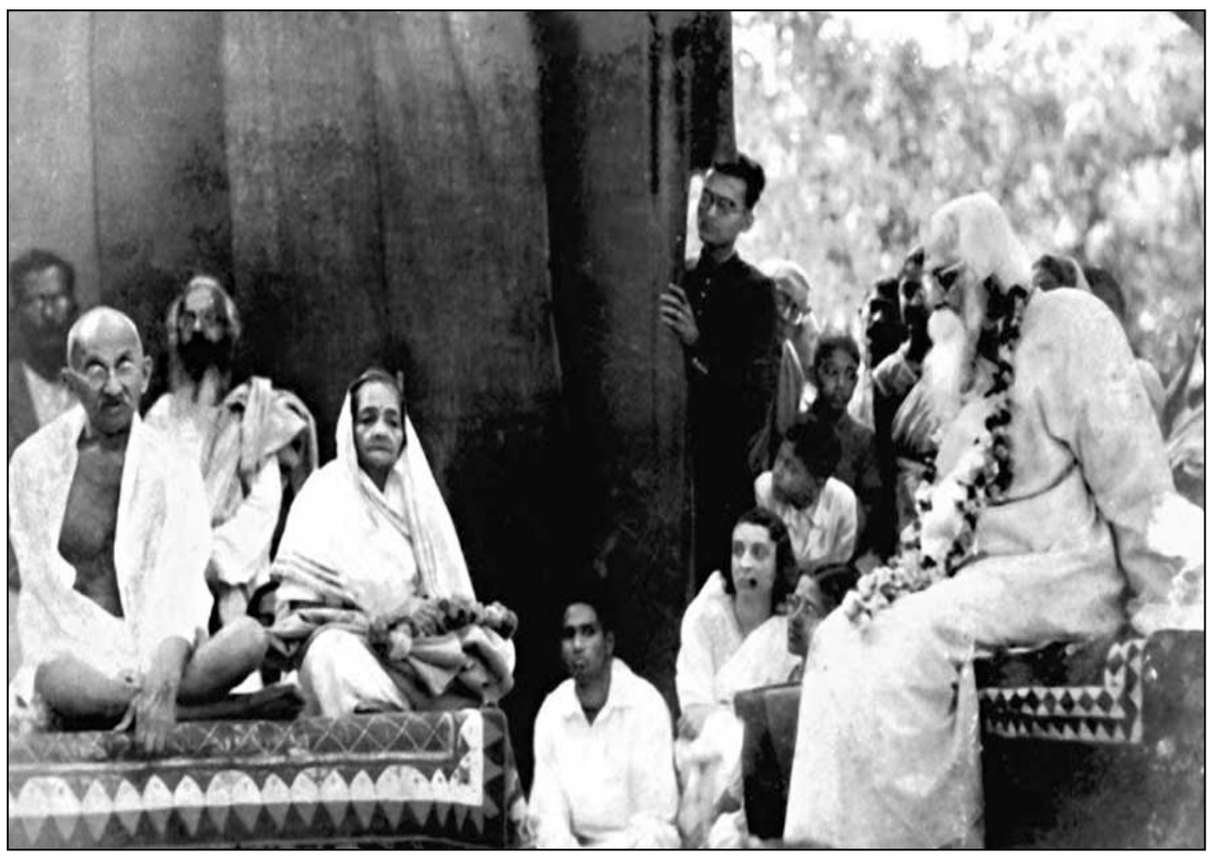

একটি বিরল দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন! তিনি দেখলেন, ভীতচকিত বাঘটা গাছের তলায় এক সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে আছে, আর সন্ন্যাসী তার গায়ে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন! কিছুক্ষণ পর বাঘটা চলে যেতে রাজপুরুষটি কাছে এসে সন্ন্যাসীকে এই 'অসম্ভব' কেমন করে সম্ভব হ'ল তার কারণ জানতে চাইলেন। মৃদু হেসে মিতবাক সন্ন্যাসী বললেন, 'মন থেকে হিংসা দূর করো, তাহলে তোমার কাছেও হিংস্র প্রাণী বশ মানবে।' সন্ন্যাসীটি হলেন তৈলঙ্গ স্বামী।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমাদের স্বরচিত লৌকিক ও অলৌকিকের 'ভূত' লুকিয়ে আছে আমাদেরই মনের অভ্যন্তরে। রাজপুরুষের মনে হিংসা ছিল বলেই তিনি পূর্বে অহিংসার মহিমা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু, বুঝলেন প্রত্যক্ষতায়। এটা গুরুত্বপূর্ণ। মুশকিল হচ্ছে, প্রত্যক্ষতার বাইরে যতক্ষণ কেউ থাকে ততক্ষণ 'অহিংসা' তার কাছে অলীক মনে হয়। কিন্তু, আসলেই কি তা অলীক? বিষয়টা হচ্ছে, একটি রিপুর কাছে যখন আমরা ধরাশায়ী হই তখনই আবার তার স্বাভাবিকতার তত্ত্ব-ও অবলীলায় খাড়া করি। স্বভাব থেকেই স্বাভাবিকতা। কিন্তু, 'স্বভাব' অপরিবর্তনীয় বস্তু নয়। নইলে হিংসার বিপরীতে অহিংসার জয়ধ্বজা ওড়ানো কি সম্ভব হ'ত? পৃথিবী শান্ত, স্নিগ্ধ হতে পারে 'অহিংসা'র দ্বারা। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির 'অহিংসা'র বিশেষ তাৎপর্য ছিল। 'অহিংসা' দীপ্তিময়।

হিংসার লালন সবসময়ই দুর্বলের উপর পীড়ন হয়ে নেমে আসে। আর, সেটা যাদের কাছে একধরনের আনন্দের উপাদান তারা 'অহিংসার সৌন্দর্য' বুঝতে বা মানতে অক্ষম। হিংসাকে হিংসা দিয়ে জয় করা যায় না। ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না। কথাগুলো ঠিকই। কিন্তু, যে হিংসা ও ঘৃণার পূজারী, সে যেমন, তেমনই পাল্টা হিংসা ও ঘৃণার পথযাত্রী, কেউই 'অহিংসার মহিমা' সম্পর্কে সচেতন নয়; 'অনুশীলন' তো অনেক পরের বিষয়! গান্ধীজি বর্ণিত 'অহিংসা'র সঙ্গে অহিংস আন্দোলনকে মিশিয়ে ফেলা অযৌক্তিক। অহিংসা একটি জীবনবোধ, যার ব্যাপ্তি অপরিসীম।অহিংসার মানেই বোঝে না অধিকাংশ মানুষ। গান্ধীজি অহিংসার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ন্যায় ও প্রেম-এর কথাও বলেছিলেন। আসলে তিনি তো নতুন কিছু বলেননিও! তিনি উচ্চারণ করেছিলেন যুগ-যুগান্তরের আরাধ্য শাশ্বত সত্য!

সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসানকল্পে যে-ধরনের বৌদ্ধিক চর্চা হয়ে থাকে, খেয়াল করলে দেখা যাবে, সেগুলির মধ্যে প্রতিস্পর্ধিতার একটা চোরা স্রোত বহমান। প্রান্তিক শ্রেণির যে দুরবস্থা সেটা সবসময় উচ্চশ্রেণির শোষণ, অবহেলা ও বঞ্চনার পরিণাম নয়। আরও বহু কারণ আছে। গভীর, অন্তহীন আলস্য, জড়ত্ব তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু, এই আত্মদর্শনের দিকে সচরাচর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয় না। একটা সরলরৈখিক আখ্যানই নিশিদিন ধ্বনিত হতে থাকে। সেটা পরিকল্পিত ঘৃণার পাঁক দিয়ে ঘিরে রাখার বা ঘিরে ফেলার একমাত্রিক ও কিছুটা অনৈতিহাসিক আখ্যান। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে, শেষপর্যন্ত দ্বন্দ্বের চিরস্থায়ী অবসান অধরা হতে বাধ্য। কারণ, এই প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর উত্থান কল্পিত হয় ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও সুপ্ত থাকে শ্রেণিঘৃণা। ফলে, সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের কাঠামোগত সম্ভাব্য বদল হলেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি আর মেলে না! এখানেই গান্ধীজির 'অহিংসা' আদর্শটির কালজয়ী প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব। 'অহিংসা' ব্যক্তিমানস বা সমাজমানসকে সংশোধনের একটি প্রকল্প বা প্রক্রিয়া। এখানে ব্যক্তি বা সমষ্টি ঘৃণার আধার নয়, বরং তার পঙ্কিল কর্মটিই কেবল ঘৃণ্য। এবং, সেটা সংশোধিত হতে পারে অহিংসার মাধ্যমে। কিন্তু, প্রতিশোধস্পৃহা বা প্রতিস্পর্ধিতার ভিতরে অহিংসার উপাদান অনুপস্থিত থাকে; তা পাল্টা ঘৃণার বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত। এভাবে কাম্য দ্বন্দ্বের অবসান আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র!

সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসানকল্পে যে-ধরনের বৌদ্ধিক চর্চা হয়ে থাকে, খেয়াল করলে দেখা যাবে, সেগুলির মধ্যে প্রতিস্পর্ধিতার একটা চোরা স্রোত বহমান। প্রান্তিক শ্রেণির যে দুরবস্থা সেটা সবসময় উচ্চশ্রেণির শোষণ, অবহেলা ও বঞ্চনার পরিণাম নয়। আরও বহু কারণ আছে। গভীর, অন্তহীন আলস্য, জড়ত্ব তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু, এই আত্মদর্শনের দিকে সচরাচর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয় না। একটা সরলরৈখিক আখ্যানই নিশিদিন ধ্বনিত হতে থাকে। সেটা পরিকল্পিত ঘৃণার পাঁক দিয়ে ঘিরে রাখার বা ঘিরে ফেলার একমাত্রিক ও কিছুটা অনৈতিহাসিক আখ্যান। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে, শেষপর্যন্ত দ্বন্দ্বের চিরস্থায়ী অবসান অধরা হতে বাধ্য। কারণ, এই প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর উত্থান কল্পিত হয় ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও সুপ্ত থাকে শ্রেণিঘৃণা। ফলে, সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের কাঠামোগত সম্ভাব্য বদল হলেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি আর মেলে না! এখানেই গান্ধীজির 'অহিংসা' আদর্শটির কালজয়ী প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব। 'অহিংসা' ব্যক্তিমানস বা সমাজমানসকে সংশোধনের একটি প্রকল্প বা প্রক্রিয়া। এখানে ব্যক্তি বা সমষ্টি ঘৃণার আধার নয়, বরং তার পঙ্কিল কর্মটিই কেবল ঘৃণ্য। এবং, সেটা সংশোধিত হতে পারে অহিংসার মাধ্যমে। কিন্তু, প্রতিশোধস্পৃহা বা প্রতিস্পর্ধিতার ভিতরে অহিংসার উপাদান অনুপস্থিত থাকে; তা পাল্টা ঘৃণার বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত। এভাবে কাম্য দ্বন্দ্বের অবসান আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র!

১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারিতে গান্ধীজির জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঘটনাটি আজকের ভারতের সাপেক্ষে যেন বড্ড প্রতীকী! ক্রমাগত দুর্বলের উপর সবলের পীড়ন এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন করে তোলার মূলে যে একরৈখিক জাতিগত আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় তাকে মূর্ত করে তুলছে প্রেমহীন অনিয়ন্ত্রিত হিংসার পথ অবলম্বন করা; হয়তো গভীর ব্যঞ্জনায় একথা বলা যায় যে, মহাত্মার জীবনাবসানের মাধ্যমে সেদিনই অহিংসার মৃত্যু ও হিংসার বীজ বপন শুরু হয়েছিল! নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির ভারতে 'নবতর ভারত' নির্মাণের যে ক্রীড়া শুরু হয়েছে তা আমাদেরকে সারা বিশ্বের কাছে কীভাবে পরিচিত করাবে সেই ভাবনারও ক্রমবিলুপ্তি খুবই মর্মান্তিক !

মার্ক লিওনার্ড

ট্রাম্পের কারণে পুরো বিশ্বব্যবস্থা পাল্টে যাচ্ছে

এখন সবকিছুই যেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে চলছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (দাভোস সম্মেলন) সাম্প্রতিক বৈঠকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৭০-এর দশক থেকে দাভোস সম্মেলন ছিল সেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অংশ, যা কিনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠেছিল। এখানে বিশ্বের নেতারা জড়ো হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন, বৈষম্যের বাড়বাড়ন্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো বড় সমস্যাগুলোর সমাধান খোঁজেন। এবারের ৫৫তম সম্মেলনও ছিল সেই ধারাবাহিকতার অংশ।

কিন্তু এবারের বৈঠক ছিল একদমই আলাদা। কারণ, সম্মেলনটি এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন। ট্রাম্পের এই ফিরে আসার মধ্য দিয়ে এমন এক যুগের সূচনা হলো, যেখানে বিশ্ব আর এক হয়ে বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করবে না। এখন আমরা এমন এক জগতে প্রবেশ করছি, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন মতে চলবে। এতে একের পর এক সংকট দেখা দেবে এবং এক কথা বা প্রতীক একেক জায়গায় একেক অর্থ বহন করবে।

বিশ্বব্যবস্থার ভরকেন্দ্র একটি জায়গায় থাকলে অর্থাৎ এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা থাকলে শৃঙ্খলা থাকে। কিন্তু বহুকেন্দ্রিক বিশ্বে শুধু যে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার অভাব থাকে তা নয়; বরং এককেন্দ্রিক শৃঙ্খলাব্যবস্থা গড়ে তোলার আগ্রহও কারও থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁর অনুমোদন শুনানিতে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক ব্যবস্থা এখন শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, এটি এখন আমাদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।'

এদিকে চীনের নেতারা বৈশ্বিক সম্মেলনগুলোয় যা-ই বলুন না কেন, তারাও কোনো নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে নেই। 'এক শতাব্দীতে দেখা যায়নি এমন বড় পরিবর্তন আসছে'—চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং দাভোস বৈঠকে এমন মন্তব্য করলেও তিনি কিন্তু চীনের নেতৃত্বাধীন কোনো বিকল্প বিশ্বব্যবস্থার কথা বলছেন না। বরং তিনি চীনা সমাজকে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার বাস্তবতা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। এত কিছুর পরও ট্রাম্পের

বিশ্বব্যবস্থা বদলে দেওয়ার অভিলাষ বিশ্বজুড়ে আশ্চর্যজনকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস সম্প্রতি জরিপ চালিয়ে দেখেছে, বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ ট্রাম্পকে সাদরে গ্রহণ করছে। তারা মনে করে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো, তাদের নিজেদের দেশের জন্য ভালো এবং তিনি বিশ্বশান্তির জন্যও সহায়ক হবেন। তাদের চাওয়া হলো যুক্তরাষ্ট্র একক কর্তৃত্ববাদী শক্তি হিসেবে না থেকে 'স্বাভাবিক পরাশক্তি' হয়ে উঠুক। এখন যে বাস্তবতা, তাতে আর আশা করা যায় না ভারত, ব্রাজিল, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো মাঝারি শক্তিধর দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থাকে ধরে রাখবে। এই নতুন বহুকেন্দ্রিক বিশ্বে তারা প্রত্যেকে নিজেদের শক্তিধর দেশ হিসেবেই দেখে। তারা নিজেদের প্রান্তিক অংশ হিসেবে নয়, বরং একেকটি আলাদা কেন্দ্র হিসেবে দেখতে ভালোবাসে।

ট্রাম্পকে নিয়ে শুধু ইউরোপ ও এশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশগুলোরই দুশ্চিন্তা রয়েছে। কারণ, এত দিন তারা যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব ও প্রভাবকে ব্যবহার করে নিজেদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি গড়ে তুলেছিল।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো বহুমুখী চরিত্রের সংকট। জলবায়ু পরিবর্তন, নতুন নতুন প্রযুক্তি, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং পুঁজিবাদের রূপান্তর একের পর এক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এই সমস্যা আর্থিক বিপর্যয়ের মতো কোনো একক সংকট নয়। আর্থিক বিপর্যয় সবাইকে এক জায়গায় আনতে পারে বা সবার মধ্যে সাধারণ নিয়ম তৈরি করার আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

এমন একটি সময় ছিল, যখন সবাই এ বিষয়ে একমত ছিল যে বৈশ্বিক শৃঙ্খলা ঠিক করতে হবে এবং বিশৃঙ্খলা মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এখন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে 'বিশৃঙ্খলা' বলতে কোনো একক চিত্র বা কাঠামোকে বোঝানো সম্ভব নয়। পরিস্থিতি এতটাই অগোছালো হয়ে গেছে যে শৃঙ্খলার ধারণাই এখন গুরুত্বহীন। উদাহরণস্বরূপ, যেসব দেশের নিরাপত্তা ও উন্নতি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করেছিল, তাদের এখন নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হচ্ছে।

ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসায় নতুন ধরনের বিশ্বব্যবস্থার সূচনা করেছে। তবে এর মানে এই নয় যে দাভোস সম্মেলন বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও ট্রাম্পের নীতি বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, কিন্তু ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতারা সম্মেলনে একত্র হতে থাকবেন। কিন্তু দাভোস এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর যে আগেকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা ছিল, তা আর আগের মতো থাকবে না। অর্থাৎ নতুন বাস্তবতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নতুনভাবে সাজাতে হবে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও এখন নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

মার্ক লিওনার্ড ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনশিপের পরিচালক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

প্রথম নজর

নারী সুরক্ষায় ‘স্মার্ট শক’ জুতো বানিয়ে তাক লাগাল দশমের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নারী সুরক্ষায় এবার অভিনব আবিষ্কার দশম শ্রেণীর ছাত্রের। নদিয়ার শান্তিপুর এম এন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র হৃত্তিক সাহা । সামাজিক মাধ্যম এবং চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিয়ে নারী সুরক্ষায় বানিয়েছে ‘স্মার্ট শক সু’। ৩ হাজার টাকা খরচ করে এই অভিনব জুতো বানিয়েছে হৃত্তিক। এই বিষয়ে ছাত্র জানায় এই জুতো পরে মহিলারা রাস্তায় বেরোলে কোনো দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলে জুতোর মাধ্যমে প্রাণ বাঁচাতে পারবে। এই জুতো থেকে বেরোবে ইলেকট্রিক শক। শুধু তাই নয় জুতোয় থাকা সেন্সর আক্রান্তের পরিবারে পাঠাবে ম্যাসেজ এবং জিপিএস এর মাধ্যমে দেবে লাইভ লোকেশন। তবে এই জুতো বানিয়ে এখন রীতিমতো শান্তিপুরে চর্চায় হৃত্তিক। এই জুতো বর্তমানে সে বানিয়েছে মাত্র দশ দিনে। বন্ধুরাও এই জুতো বানাতে তাকে সাহায্য করেছে বলেও জানায় হৃত্তিক। তবে তার ইচ্ছে বড় হয়ে আরও নতুন নতুন আবিষ্কার সে করতে চায়। যদিও তার আবিষ্কারে খুশি তার বাবা মাও। ছেলে আরও বড় জায়গায় যাক ইচ্ছে তাদেরও। ছাত্রের দাবি সে ভবিষ্যতে আরও মেয়েদের নিরাপত্তায় নানা ধরনের আধুনিক হাতিয়ার বানাতে চায়। যাতে পথে ঘাটে বেরিয়ে নারীরা বিপদে পড়লে সেই বিপদ থেকে অতি দ্রুত নিজেকে বাঁচাতে পারে। যেকোনো নতুন হাতিয়ার সে এমন দামে তৈরি করতে চাই যাতে সকলেই তা কিনতে পারে। ইতিমধ্যে ওই ছাত্রের বানানো ইলেকট্রিক শক সু তার কথা জানতে পেরেছে স্থানীয় প্রশাসন। খুব শীঘ্রই ওই ছাত্রকে ডেকে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। সকলেই এই ছাত্রের বাড়িতে ছুটে আসছে এই আধুনিক আত্মরক্ষার জুতো দেখতে। অনেকে আবার সেই জুতোর ছবি তুলছে মোবাইল ফোনে।

বিডিও, ওসি-র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের

আর. এ. মন্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ ২৮ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার ও সি সৌমেন ভট্টাচার্য্য এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুভাষ বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক। অতঃপর সবার কল্যাণ সাধনে বিশেষ প্রার্থনা। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কাজী শাহাবুদ্দিন , জেলা সম্পাদক ক্বারী মুহিব্বুল্লাহ ও মাওলানা আসাদুল হক, কোষাধ্যক্ষ হাফিজ আশরাফ, পাত্রসায়ের ব্লক সভাপতি ক্বারী জিয়াউদ্দিন, ব্লক সহ সভাপতি মুফতি সাদ্দাম হোসেন,ব্লক সহ সম্পাদক মাওলানা সুজাউদ্দিন, মাওলানা ওসামা প্রমুখ। উল্লেখ্য প্রসাশনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ও জনকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতার নিমিত্তেই এই সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

কবিতা আসরের মাধ্যমে সমাপ্ত শক্তিগড় উৎসব

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: শক্তিগড় যুবগোষ্ঠীর পরিচালনায় একুশে জানুয়ারি শুরু হয় ১৭ তম “শক্তিগড় উৎসব”। অনুষ্ঠানের মূল স্লোগান ছিল- “রক্ত দিয়ে করব মোচন/ ভেদাভেদের বহু বচন।” অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশিথ কুমার মালিক। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক মাঝি, জেলা আইএনটিইউসিসির সভাপতি সন্দীপ বসু, বর্ধমান দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাখি কোনার সহ-সভাপতি দেবদীপ রায়, কর্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কোনার, কর্মাধ্যক্ষ সেখ কামরুল হাসান(যুবগোষ্ঠী সম্পাদক), শক্তিগড় যুব গোষ্ঠীর সভাপতি শেখ রতন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক লুতুব আলী,মন্ত্রী প্রতিনিধি সৌভিক পান প্রমুখ। আট দিনব্যাপী এই উৎসবে ধামসা-মাদল, সেফ ড্রাইভ/সেভ লাইভ বার্তায় পথ নিরাপত্তা-সচেতনতা, বস্ত্র বিতরণ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবির, নৃত্য ও বিভিন্ন নামী-দামী শিল্পীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারের শেষদিনে একটি কবিতা আসরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৪০ জন কবি, শিল্পী, সাহিত্যানুরাগী অংশ নেন। ছিলেন রঞ্জনা কর্মকার, অগ্নিশিখা, রিনা হেমব্রম , অর্পিতা কামিল্যা, জাহাঙ্গীর মিদ্দে, শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, মিলি দাস, সৈয়দ মোশাররফ আজম ,আলহাজ উদ্দিন,সফিকুল ইসলাম বেনজির নাজ, রুবিনা হক, কৌশিক ঘোষ প্রমুখ। কবিতা আসর টি পরিচালনা করেন লুতুব আলি।

সরকারি টাকার পঞ্চায়েতের ড্রেন ভেঙে ফের তৈরি নিয়ে ‘টাকার খেলা’র অভিযোগ ওন্দায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সরকারি টাকায় ভাঙ্গা গড়ার খেলা। সরকারি টাকার পঞ্চায়েতের ড্রেন করা নিয়ে ওন্দায় জোর তর্জা ।
সরকারি টাকায় তৈরি ড্রেন। আর সেই ড্রেন তৈরির পর আবার ভেঙ্গে আবার নতুন করে নির্মাণ। সরকারী টাকায় ভাঙ্গা গড়ার খেলা ওন্দায়। আর এই ড্রেন কে ঘিরে উঠল নানান প্রশ্ন। কার জন্য এই ভাঙ্গা গড়ার খেলা তা নিয়ে বাঁকুড়ার ওন্দায় শুরু হল জোর তর্জা। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য, ঠিকাদার আর নির্মান সহায়কের দিকে উঠল অভিযোগের তীর। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের ওন্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি নতুন ড্রেন নিয়ে তর্জা। চলল ভাঙ্গা আবার গড়ার কাজ। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে সম্প্রতি ওন্দা ব্লকের ওন্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৬০ নং জাতীয় সড়কের পাশে প্রায় ৭০ হাজার টাকায় একটি ড্রেনের কাজ হয়। সরকারী ভাবে বলা হয় নীলমনি গরাই বাড়ির সামনে থেকে পালপাড়ার দিকে যাবে ড্রেন। সেটা না করে একটি পরিবারের জন্য সরকারী টাকাতে ড্রেন বানানো হয়। সরকারী নিয়ম মেনে কাজ হয়নি সেই কাজ দেখেই স্থানীয় মানুষ সরকারী টাকার নয়ছয় হচ্ছে এই অভিযোগ জানায় ওন্দা ব্লকের বিডিও কে। সেই অভিযোগের পরেই তৈরি ড্রেন ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়ার কাজ শুরু হয়। একটি বাড়ির জন্য ড্রেন হচ্ছে সরকারী টাকায় এটা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না সরব হন স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় তৃণমূলের একটা অংশ। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের নির্দেশে এই কাজ হয়েছিল সেটা ভেঙ্গে সরকারী নিয়মে ফের কাজ হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূলেরই একটা অংশ। এখানে কিছু সদস্যের জন্য তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলেও দাবি করেছে স্থানীয় তৃণমূলের কর্মীরা।
বিজেপি পরিচালিত ওন্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দাবি ঠিকাদার সংস্থা ও স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য যোগসাজস করে সরকারী নিয়ম না মেনে কাজটি করেছে সেটা অভিযোগ পাওয়ার পরেই ভেঙ্গে করতে বলা হয়েছে। সরকারী যে নির্দেশ রয়েছে সেই নির্দেশ না মানলে কাজের কোন টাকা দেওয়া হবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতের তরফে। স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি পঞ্চায়েতের নির্মান সহায়ক যেমন বলেছেন তেমন কাজ হয়েছে। তিনি কোন অন্যায়জনক কাজ করেননি। নির্মান সহায়কের ভুলে এই কাজ বলে পালটা অভিযোগ তুলেছেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও স্থানীয় ঠিকাদার।
পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়কের দাবি সরকারী যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম পালন করেননি ঠিকাদার। সেইজন্য ওই ঠিকাদার কে ভেঙ্গে আবার নতুন করে করতে বলা হয়েছে। ওই ঠিকাদার নিজের পকেটের টাকা খরচ করেই সেটা করবে।
আর না করলে সরকারী কাজের টাকা তাকে দেওয়া হবে না বলেই জানিয়েছে নির্মান সহায়ক। একে অপরের উপর দায় চাপিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে সকলেই।

উপসর্গ মিলে যাচ্ছে হুবহু, এবার গুলেন বেরির থাবা কি হুগলিতে?

জিয়াউল হক ● হুগলি

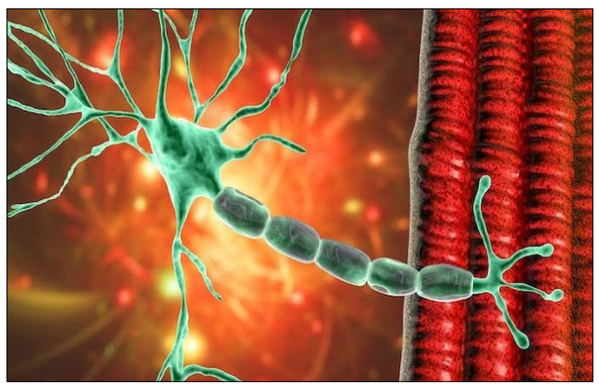

আপনজন: মহারাষ্ট্রে গুলেন বেরি আতঙ্ক চরমে। তারই মাঝে কলকাতায় প্রথমে ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে গুলেন বেরি সিনড্রোমে আক্রান্ত ২ শিশুর খবর পাওয়া যায়। আরও গাঢ় হচ্ছে কালো ছায়া। ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই এনআরএস মেডিক্যালে আমডাঙার ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে গুলেন বেরি সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে । তার ডেথ সার্টিফিকেটেও রয়েছে সেপটিক শক, গুলেন বেরি সিনড্রোমের উল্লেখ। আর এবার হুগলির ধনেখালিতেও গুলেন বেরি সিনড্রোমের হানার আশঙ্কা দেখা দিল। সকালে চিকিৎসকের চেম্বারে আসেন বছর ৪৮-এর সতীনাথ লোহার। তাঁর সিনড্রোমের সঙ্গে মিলল জিবি সিনড্রোমের মিল। রোগী জানান, তাঁর কয়েকদিন ধরে ডায়েরিয়ার মতো উপসর্গ ছিল। এবার শরীরের নিম্নাংশ অবশ হতে শুরু করেছে। সঙ্গে শ্বাসকষ্টও রয়েছে। প্রাথমিকভাবে গুলেন বেরি সিনড্রোম বলে মনে হওয়ায় চেম্বারেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ওই চিকিৎসক।
জানা যাচ্ছে ধনিয়া খালি ব্লকের খাঁজুরদহ মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা সতীনাথ লোহার (৪৮) এর জি বি এস উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুতে শোকের ছায়া।
গত কয়েকদিন ধরে শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পরে। গতকাল তাকে ধনেখালী গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আজ হাসপাতাল থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কোলকাতা যাওয়ার পথে আজ সকালে স্থানীয় চিকিৎসক ডা. শুভ্র ভট্টাচার্য কে দেখানোর পর চিকিৎসক প্রথমেই জি বি এস এর উপসর্গ সন্দেহ করে।
সেইমত আজ সকালেই পরিবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুপুরে তার মৃত্যু হয়। বিকাল ৪ টে নাগাদ তার মরদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। মৃতের ভাইপো ধীমান লোহার বলেন, দু দিন ধরে পায়খানা হবার পর এখান থেকে ঔষধ খায়। তারপরের দিন দুপুর থেকে পায়ের ভারসাম্য হারাতে থাকে। তারপর সেখান থেকে গতকাল ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকে তাকে কলকাতায় পাঠানো হয়। তবে অন্য কোন রোগ নয় শ্বাস কষ্ট থেকেই ওনার মৃত্যু হয়েছে। আগে থেকেই ওনার শ্বাসকষ্ট ছিল বলে জানিয়েছে। অন্যদিকে আরো এক প্রতিবেশী রেনুকা দাস জানান, ওনার জ্বর, পায়খানা বমি হচ্ছিল। তারপর শরীরটা নেতিয়ে পড়ে। গতকাল তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ শুনলাম ওনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে। তারপর শুনলাম উনি মারা গেছে।

তরণীপুরের রক্তদান শিবিরে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: রক্তদান শিবিরে তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিরা রক্তদান করে নজির সৃষ্টি করল স্বরূপনগরের তরুণীপুর এলাকায়। মঙ্গলবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমার আশা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাজার কমিটির সহায়তায় তরুণীপুর বাজারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই রক্তদান শিবিরে মুমূর্ষ অসহায় রোগীর কল্যাণে রক্তদানে সামিল হলেন তৃতীয় লিঙ্গের একাধিক প্রতিনিধিরা। রক্তদান শিবিরের মুখ্য উদ্যোক্তা আমার আশা ফাউন্ডেশনে’র চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন মোল্লা এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। এ দিন এই কর্মসূচির সূচনায় বিশিষ্ট সমাজসেবী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়াবিদ ও এসিএবি’র কনভেনার ইসমাইল সরদার রক্তদানের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেন। শরীর সুস্থ রাখতে সকলকে নিয়মিত শরীর চর্চারও অনুরোধ জানান। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাতে’র রাজ্য সম্পাদক আবুসিদ্দিক খান, বেডস ফাউন্ডেশনের রাজ্য সভাপতি শাজাহান মন্ডল, রাজ্য সম্পাদক আলফাজ হোসেন, অভিনেতা দেবজিৎ দে প্রমুখ । উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা রক্তদানে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে বক্তব্য রাখেন।
আয়োজকদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে এলাকার অনেকেই রক্তদানে সামিল হন, রক্তদাতাদেরকে শংসাপত্র সহ পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমার আশা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন মোল্লা বলেন, শীতকালীন সময়ে ব্লাড ব্যাংকগুলির রক্তস্বল্পতা দূর করতে এবং অসহায় মুমূর্ষ রোগীর পাশে দাঁড়াতেই আমাদের এই উদ্যোগ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী প্রিয়া রাহা।

বহরমপুরে প্রাইমারি স্কুলে ‘দুয়ারে শিবির’

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ব্লকের নিয়াল্লিশপাড়া গোয়ালজান পঞ্চায়েতের টিকিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য সরকারের “দুয়ারে সরকার” শিবির। শিবিরে মোট ৩৭টি প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীদের সেবা প্রদান করা হয়, এবং শিবিরটি সফলভাবে পরিচালিত হওয়ার পিছনে ছিল বহরমপুরের বিডিও অমরজ্যোতি সরকারের বিশেষ ভূমিকা। শিবিরের প্রথম থেকেই বিডিও অমরজ্যোতি সরকার মাঠে নেমে মানুষদের সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি শিবিরে আগতদের জন্য সুবিন্যস্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করেন, যাতে তারা কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন। তার নেতৃত্বে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদা কাউন্টার স্থাপন করা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অন্যদিকে একপর্যায়ে এসে উপস্থিত হন জেলাশাসক ও নবগ্রামের বিধায়ক , তাঁরা খতিয়ে দেখেন বিভিন্ন বিষয়, কথা বলেন মানুষের সঙ্গে। কার্যত এদিনের দুয়ারী শিবিরে উপচে পড়া মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।
বিডিও অমরজ্যোতি সরকার নিজের হাতে শিবিরের কার্যক্রম তদারকি করেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন। বিশেষত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তিনি আরও বেশি মনোযোগী হন এবং তাদের সুবিধা পেতে নানা সহায়তা প্রদান করেন। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগ শিবিরে উপস্থিত সকলের মন জয় করে।
এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, এবং নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের প্রধান উম্মেহারা বিবি ও উপপ্রধান তারক সাহা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

রাকিবুল ইসলাম ● দৌলতাবাদ

আপনজন: রক্তের জন্য কোন মুমূর্ষ রোগী যেন প্রাণ না হারায় সেজন্য পুলিশের সারা বছর রক্তদান কর্মসূচি করে থাকে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উৎসর্গ রক্তদান উৎসব, জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে, দৌলতাবাদ থানার ওসি উদয় ঘোষ এর উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা প্রাঙ্গনে। এদিন এই শিবিরের স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বহরমপুর সদর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাজিদ ইকবাল খান, বহরমপুর সদর ডিএসপি তমাল কুমার বিশ্বাস, ডিএসপি আনন্দ মন্ডল, দৌলতাবাদ থানার ওসি উদয় ঘোষ, থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা সহ সাধারণ মানুষ। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন প্রায় ৫০ জন। স্বেচ্ছায় রক্তদাতা ও পুলিশ কর্মীদের গাছের চারা ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মন্ডল, বহরমপুর ডিএনটি সুশান্ত রাজবংশী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ইসলামিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রোগীদের ফল বিতরণ নেহালপুরে

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: সমাজ কল্যাণ সমিতি ও ওয়াজ মাহফিল কমিটি পাশাপাশি নেহালপুর যুবকবৃন্দ এবং গ্রামবাসীর পরিচালনায় ইসলামিক সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধান্যকুড়িয়া এলাকায়।
ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ এবং ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হল মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মিহির ঘোষ, ছিলেন বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান সহ ছিলেন সংগঠনের সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সম্পাদক মোঃ মিজানুর মন্ডল সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা।
বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল। বিশিষ্ট সমাজসেবী মিহির ঘোষ এদিন বলেন, ধান্যকুড়িয়া সমাজকল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় একটি ইসলামিক ধর্ম সভার পাশাপাশি রোগীদের যে ফল বিতরণ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে এটা আমি আপ্লুত।
তারা এই প্রথম প্রোগ্রামটি করছে, তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি খুশি। আমি চাই তারা সমাজের কাজ করুক।

ক্যানিংয়ে কার্তুজ উদ্ধার, গ্রেফতার ১

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: একটি কিংবা দুটি নয়, একেবারেই আলমারীর তলায় থরে থরে সাজানো ৫৩ টি কার্তুজ উদ্ধার করলো পুলিশ।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি বোকরাবনী এলাকায়। বিপুল পরিমাণ কার্তুজ উদ্ধার হওয়ার খবর এলাকায় চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।জানা গিয়েছে বিপুল পরিমাণ কার্তুজ মজুত রয়েছে এলাকার আবুতাহের মোল্লার বাড়িতে। গোপন সুত্রে এমন খবর পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে।ঘটনায় নড়েচড়ে বসে পুলিশ। তদন্তে নামে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই যুবকের বাড়িতে চিরুনি তল্লাশি চালায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন দ. বারাসতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জীবন অমূল্য। সেই জীবনকে বাঁচাতে হেলমেট পড়ে গাড়ি চালান,নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচতে দিন এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৫ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সারা রাজ্যে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। আর তাই বুধবার জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন, জয়নগর থানা ও জয়নগর ট্রাফিকের উদ্যোগে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়।এদিন পুলিশ, সিভিক, স্কুল পড়ুয়ারা পথ নিরাপত্তার হোডিং, পোস্টার নিয়ে দক্ষিন বারাশতে একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রায় অংশ নেন।এর পরে দক্ষিন বারাশত হাইস্কুলের মাঠে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) রুপান্তর সেনগুপ্ত, বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস,বারুইপুর ডি এস পি ট্রাফিক গৌতম চক্রবর্তী,টি আই প্রদীপ পাল,বারুইপুর ডি এম ডি সি আপতাফ আলম,জয়নগর ১ নং বিডিও ভুবন পনিথ পাপুল্লা, জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস,তনয় মুখার্জি, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস নস্কর, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর থানার আইসি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্রনাথ সরদার সহ আরো অনেকে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতি এবং টিডিএইচ ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যেগে কুলতলী ব্লকের জালাবেড়িয়া দুই নম্বর অঞ্চলের পেক্ষাগৃহে চাইল্ড সেফগার্ডিং এর বিষয়ে একটি আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কুলতলী ব্লকের ৯ টি অঞ্চলের সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধিনস্ত শতাধিক কর্মী, ব্লকের আটটি অঞ্চলের সুপারভাইজার, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জালাবেড়িয়া দুই নম্বর অঞ্চলের প্রধান স্বপন সরদার, উপপ্রধান তপতী রাণী নস্কর পৌলমী দে-সরকার শ্রেয়া দাস সর্বজীৎ পাল,জয়া নস্কর , সোনালী দাস প্রণতী মণ্ডল ভাস্কর হালদার জগন্নাথ নাইয়া প্রমুখ ।

উদ্ধার ব্যাগ ভর্তি বোমা

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ফের মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় উদ্ধার তাজা বোমা বুধবার সাত সকালেই বড়ঞা থানার পুলিয়া গ্রামে মাঠের মধ্যে থাকা একটি পোল্ট্রি ফার্ম ব্যাগ ভর্তি এই বোমা গুলি দেখতে পাই গ্রামবাসিরা পরে খবর দেওয়া হয় বড়ঞা থানায় পুলিশ কে। পুলিশ গিয়ে নিশ্চিত করে বোমা গুলি পরে থানার পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াড কে যদিও এই ঘটনায় কে বা কারা জরিত সে বিষয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায়নি পুলিশের থেকে।

মাধ্যমিক ২০২৫ : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

একদিন-একদিন করে কমে আসছে! আর উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এবারের মাধ্যমিক। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সব কিছু মিলিয়ে নেওয়ার পালা। বাংলার রচনা, ইংরেজির আনসিন, ইতিহাসের বড়ো প্রশ্ন, ভূগোলের ম্যাপ-পয়েন্টিং, জীবন বিজ্ঞানের আঁকা, অংকের সম্পাদ্য-উপপাদ্য-এক্সট্রা, ভৌত বিজ্ঞানের সমীকরণ- সব একদম ঠিক-ঠাক আছে কিনা, তা মিলিয়ে নেওয়ার এটাই তো মাহেন্দ্রক্ষণ।
বছরভর আপনজনের স্টাডি-পয়েন্টে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন ধরনের সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা প্রকাশ হয়েছে। এবার তাই প্রস্তুতির এক্কেবারে শেষ পর্বে ৭ দিনে থাকবে সাতটি বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র। তোমাদের প্রস্তুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে ক্ষতি কী! কাজে লেগে যেতেই পারে! আশা করি, কাজে লাগবে। সকলকে শুভেচ্ছা, আন্তরিক অভিনন্দন।।

সৌজন্যে: ধী-লার্ন অ্যাকাডেমী

মক টেস্ট

গণিত
MATHEMATICS

Time- Three Hours Fifteen Minutes
(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)
Full Marks - 90
(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

গণনার প্রয়োজনে π এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। গ্রাফ পেপার সরবরাহ করা হবে। পাটিগণিতের অঙ্ক বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।

1) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো। **1×6=6**

i) 500 টাকা 8 মাসের জন্য এবং 2000 টাকা 2 মাসের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত হলে, লভ্যাংশ বন্টনের অনুপাত-
(a) 2:1 (b) 3:1
(c) 1:1 (d) 1:2

ii) $\sqrt{x+5}+\sqrt{5-x}=4$ হলে, x -এর মান হল
(a) ±4 (b) ±3
(c) ±5 (d) ±6

iii) ABCD একটি বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম। যার AD ও BC বাহু পরস্পর সমান্তরাল। যদি $\angle ABC = 75^0$ হয়, তবে $\angle BCD$ -এর পরিমাপ-
(a) 45^0 (b) 30^0
(c) 75^0 (d) 65^0

iv) $\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{2}$ হলে, θ -এর মান কত?
(a) 60^0 (b) 30^0
(c) 45^0 (d) 90^0

v) সমান দৈর্ঘ্যের ব্যাস এবং সমান উচ্চতা বিশিষ্ট নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোঙ, নিরেট লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু এবং নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত-
(a) 1:3:4 (b) 4:3:1
(c) 1:4:3 (d) 3:1:2

vi) উর্ধ্ব ক্রমানুসারে সাজানো 8, 9, 12, 17, x+2, x +4, 30, 31, 34, 39 তথ্যের মধ্যমা 24 হলে, x -এর মান-
(a) 22 (b) 21
(c) 20 (d) 24

2) শূন্যস্থান পূরণ কর (যেকোনো পাঁচটি)- **1×6=6**

i) p টাকার 6 মাস অন্তর দেয় বার্ষিক $2r\%$ চক্রবৃদ্ধি হার সুদে n বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি _____ টাকা।

ii) $(2x-3y)^2+(3x-z)^2=0$ হলে, $x:y:z$ হবে _____।

iii) যদি $0^0 \le \propto \le 90^0$ হয়, তাহলে $sec^2 \propto + cos^2 \propto$ এর সর্বনিম্ন মান _____।

iv) বৃত্তের বৃত্তস্থ কোন বিন্দু থেকে বৃত্তটিতে সর্বাধিক _____ টি স্পর্শক অঙ্কন করা যায়।

v) একটি শ্রেণির নিম্ন সীমানা l এবং মধ্যমান m হলে, শ্রেণিটির উচ্চ শ্রেণি সীমানা _____ ।

vi) r ব্যাসার্ধের একটি শঙ্কুর উচ্চতা r হলে, এইরূপ 4 টি শঙ্কুর মোট আয়তন 1 টি _____ ব্যাসার্ধের গোলকের আয়তনের সমান।

3) সত্য বা মিথ্যা লেখো (যেকোনো পাঁচটি)- **1×5=5**

i) বার্ষিক $\frac{r}{2}\%$ সরল সুদের হারে $2p$ টাকার t বছরের সুদ আসল হল $(2p+\frac{prt}{100})$ টাকা।

ii) $sin^2 73^0 + sin^2 17^0$ এর মান 1।

iii) একটি স্থূলকোণী ত্রিভুজের অন্তকেন্দ্র ত্রিভুজের বহির্ভাগে অবস্থিত।

iv) $x^3 \propto \sqrt{y}$ হলে, $y \propto x^6$ হবে।

v) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা, ব্যাসার্ধ এবং তির্যক উচ্চতা সর্বদা একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুত্রয়।

vi) মধ্যমা নির্ণয়ের সময় সকল শ্রেণির শ্রেণি দৈর্ঘ্য সমান নাও হতে পারে।

4) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (যে কোন দশটি) **2×10=20**

i) বার্ষিক সরল সুদের হার কত হলে, 5 বছরের সুদ, আসলের $\frac{1}{4}$ অংশ হবে?

ii) A ও B যথাক্রমে 15000 টাকা ও 45000 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। 6 মাস পরে B লভ্যাংশ হিসেবে 3030 টাকা পেল। A-এর লভ্যাংশ কত?

iii) যদি $ax^2+bx+c=0, (a \neq 0)$ সমীকরণের বীজদ্বয় α, β হয়, তবে প্রমাণ করো যে, $a(x-\alpha)(x-\beta) = ax^2+bx+c$

iv) 17 সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধের কোন বৃত্তের যে জ্যা কেন্দ্র থেকে 8 সেমি দূরে অবস্থিত তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

vi) ΔABC একটি পরিকেন্দ্র O। দেওয়া আছে $\angle BAC=85^0$ এবং $\angle BCA=55^0$, $\angle OAC$ এর মান নির্ণয় করো।

vii) ABC ত্রিভুজে BC বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা AB ও AC বাহুকে যথাক্রমে D ও E বিন্দুতে ছেদ করে। AE=2AD হলে, DB:EC -এর মান নির্ণয় করো।

viii) যদি $0^0 < \propto < 90^0$ হয়, তাহলে $(4cosec^2 \propto + 9sin^2 \propto)$ -এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করো।

ix) যদি $\tan(90^0-\theta)=\cot\theta \quad (0^0 < \theta < 90^0)$ হলে, এখান থেকে দেখাও যে, $\cot(90^0-\theta)=\tan\theta$

x) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন V ঘন একক, ভূমিতলের ক্ষেত্রফল A বর্গ একক এবং উচ্চতা H একক হলে, $\frac{AH}{V}$ -এর মান কত লেখো।

xi) সমান দৈর্ঘ্যের ব্যাস এবং সমান উচ্চতা বিশিষ্ট নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোঙ, নিরেট লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু এবং নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত কত তা লেখো।

xii) যদি $u_i = \frac{x_i-25}{10}$, $\sum f_i u_i = 20$ এবং $\sum f_i = 100$ হয়, তাহলে $\bar{x}$ -এর মান নির্ণয় করো।

5) যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **5×1=5**

i) A বার্ষিক 6% হারে সরল সুদে B -এর কাছ থেকে 960 টাকা ধার নিল এই শর্তে যে সে ধার নেওয়ার পর থেকে পরবর্তী 4 টি বার্ষিক কিস্তিতে ধার পরিশোধ করবে। প্রথমে তিন কিস্তির প্রত্যেকটিতে কেবল আসলের $\frac{1}{4}$ অংশ করে দেবে এবং শেষ কিস্তিতে অবশিষ্ট আসল ও মোট সুদ দেবে। চতুর্থ বছরের শেষে A কত টাকা দেবে?

ii) দুই বন্ধু যথাক্রমে 40,000 টাকা ও 50,000 টাকা দিয়ে একটি অংশীদারী ব্যবসা শুরু করে। তাদের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যে লাভের 50% নিজেদের মধ্যে সমানভাগে এবং লাভের অবশিষ্টাংশ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে। প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ যদি দ্বিতীয় বন্ধুর লভ্যাংশ অপেক্ষা 800 টাকা কম হয়, তবে প্রথম বন্ধুর লভ্যাংশ কত?

6) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **3×1=3**

i) সমাধান করো : $\frac{a}{x-a}+\frac{b}{x-b}=\frac{2c}{x-c}$, $x \neq a, b, c$

ii) একটি বাগানে সারিবদ্ধভাবে চারা গাছ লাগানো হয়েছে। প্রত্যেক সারিতে যতগুলি চারাগাছ আছে মোট সারির সংখ্যা তার থেকে 5 বেশি। যদি মোট 336 টি চারাগাছ লাগানো হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক সারিতে কটি করে চারাগাছ লাগানো হয়েছে?

7) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **3×1=3**

i) $x=\frac{1}{2}(\sqrt{a}+\frac{1}{\sqrt{a}})$ হলে প্রমাণ করো যে, $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}}=\frac{1}{2}(a-1)$

ii) যদি $(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}) \propto \frac{1}{x-y}$ হয় তবে দেখাও যে, $(x^2+y^2) \propto xy$

8) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **3×1=3**

i) যদি $a+\frac{1}{b}=1$ এবং $b+\frac{1}{c}=1$ হয় তবে দেখাও যে, $c+\frac{1}{a}=1$

ii) a,b,c,d ক্রমিক সমানুপাতী হলে প্রমাণ করো, $(a^2-b^2)(c^2-d^2)=(b^2-c^2)^2$

9) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **5×1=5**

i) যদি দুটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে তাহলে স্পর্শ বিন্দুটি কেন্দ্র দুটির সংযোজক সরলরেখাংশের উপর অবস্থিত হবে-প্রমাণ করো।

ii) যেকোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকৌণিক বিন্দু থেকে অতিভুজের উপর লম্ব অঙ্কন করলে, সেই লম্বের উভয় পার্শ্বস্থিত ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ এবং ওই ত্রিভুজ গুলির প্রত্যেকে মূল ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ- প্রমাণ করো।

10) যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **3×1=3**

i) O কেন্দ্রীয় একটি বৃত্তের AB ও CD দুটি জ্যা -কে বর্ধিত করলে তারা পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করলে, প্রমাণ করো $\angle AOC - \angle BOD = 2\angle BPC$

ii) ABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যার $\angle C$ সমকোণ, D, AB এর উপর যে কোন একটি বিন্দু হলে প্রমাণ করো $AD^2 + DB^2 = 2CD^2$

11) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **3×1=3**

i) একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার অতিভুজের দৈর্ঘ্য 9 সেমি এবং অপর একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5.5 সেমি। ঐ ত্রিভুজের একটি অন্তবৃত্ত অঙ্কন করো ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

ii) জ্যামিতিক উপায়ে $\sqrt{23}$ এর মান নির্ণয় করো।

12) যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **3×2=6**

i) যদি $3x\ sin60^\circ cos^2 30^\circ = \frac{tan^2\frac{\pi}{4} sec\ 60^\circ}{cosec\ 60^\circ \sin\frac{\pi}{4}}$ হয়, তবে x এর মান নির্ণয় করো।

ii) যদি $\angle P + \angle Q = 90^0$ হয় তবে দেখাও যে, $\sqrt{\frac{sinP}{cosQ}} - sinP.cosQ = cos^2 P$

iii) $\frac{sin\theta+cos\theta}{sin\theta-cos\theta}=3$ হলে, $sin^4\theta - cos^4\theta$ এর মান নির্ণয় করো।

13) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **5×1=5**

i) $5\sqrt{3}$ মিটার উঁচু একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে রহিম ব্রিজটির একদিকে একটি ধাবমান প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনকে 30^0 অবনতি কোনে এবং 2 সেকেন্ড পর ব্রিজের অপরদিকে ইঞ্জিনটিকে 60^0 অবনতি কোণে দেখতে পেলেন। রহিমের অবস্থান রেল লাইনের উপর উলম্বভাবে ছিল যেখানে রেল লাইনটি সরলরেখায় অবস্থিত। ট্রেনটির গতিবেগ নির্ণয় করো।

ii) একটি পার্কের এক প্রান্তে অবস্থিত15 মিটার উঁচু একটি বাড়ির ছাদ থেকে পার্কের অপর পারে অবস্থিত একটি ইঁটভাটার চিমনির পাদদেশ ও অগ্রভাগ যথাক্রমে 30^0 অবনতি কোণে ও 60^0 উন্নতি কোণে দেখা যায়। চিমনির উচ্চতা এবং চিমনি ও বাড়ির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো।

14) যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 4×2=8

i) 21 ডেসিমি দৈর্ঘ্য, 11 ডেসিমি প্রশস্ত এবং 6 ডেসিমি গভীর একটি চৌবাচ্চা অর্ধেক জলপূর্ণ আছে। এখন ঐ চৌবাচ্চায় যদি 21 সেমি ব্যাস এবং 20 সেমি উচ্চতার 100 টি নিরেট লোহার চোঙ সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তবে জলতল কত ডেসিমি উঠে আসবে?

ii) একটি ধাতব গোলকের উপরিতল এমনভাবে কেটে নেওয়া হল যে নতুন গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল আগের গোলকের ঠিক অর্ধেক হয়। কেটে নেওয়া অংশের আয়তনের সঙ্গে অবশিষ্ট গোলকের আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করো।

iii) একটি আয়তঘনের মাত্রা তিনটির যোগফল 25 মিটার এবং সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 264 বর্গমিটার হলে ওই আয়তঘনের মধ্যে বৃহত্তম যে দণ্ড রাখা যাবে, তার দৈর্ঘ্য কত? ওই আয়তঘনের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

15) যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 4×2=8

i) যদি নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনের তালিকার যৌগিক গড় 54 হয়, তবে K এর মান নির্ণয় করো।

শ্রেণি	0 – 20	20 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100
পরিসংখ্যা	7	11	K	9	13

ii) নিচের তথ্যের মধ্যমা নির্ণয় করো।

শ্রেণি সীমা	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35
পরিসংখ্যা	2	3	6	7	5	4	3

iii) প্রদত্ত তথ্যের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (বৃহত্তম সূচক) তালিকা তৈরি করে ছক কাগজে ওজাইভ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
পরিসংখ্যা	4	10	15	8	3	5

R.H. ACADEMY
স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা
Estd: 2016
২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে
ADMISSION OPEN FOR CLASS XI
Coaching Institute of Medical and Engineering
কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।
প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা
ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা
একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়
Call us
9073758397
Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ও বিনা পয়সায় হেলমেট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রেজিনগর

আপনজন: মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ওসি উৎপল কুমার দাস এর উদ্যোগে, বানিশিখা ক্লাব, লোকনাথপুর, রামপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও লোকনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বুধবার সকালে তিন কিলোমিটার ম্যারাথন দোড় প্রতিজোগিতার আয়োজন করা হয়, রেজিনগর ট্রাফিক মোড় থেকে লোকনাথপুর বাসষ্টাড পর্যন্ত। তারপর লোকনাথ পুর মোড়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন পুলিশ প্রশাসন। কর্মসূচি চলাকালীন হেলমেট বিহীন মোটর বাইক চালকদের বিনা মূল্যে হেলমেট বিতরণ করা হয় রেজিনগর থানার পুলিশের উদ্যোগে। রেজিনগর থানার পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। এদিন উপস্থিত ছিলেন রেজিনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উৎপল কুমার দাস, বেলডাঙ্গা এসডিপিও মহাতাসিম আকতার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গাজল

আপনজন: মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও গাজোল থানার সহযোগিতায় বুধবার, অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।গাজোল ব্লক প্রঙ্গোনে। গাজোল ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও নার্সারি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ করে। পুলিশ প্রশাসন তরফে জান গিয়েছে সাপ্তাহিক সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচি চলছে আর সেই উপলক্ষে এমনি কর্মসূচি উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। যারা এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ভালো আর্ট করবেন সেই সকল প্রতিযোগী প্রতিযোগীরা তাদেরকে সার্টিফিকেট ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছে। এমনই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গাজোল থানার আইসি আশিস কুন্ডু, ট্রাফিক হাইওয়ে অফিসার এ এস আই হৃদয় ঘোষ, অন্যান্যরা।

চৌরাশি হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের চৌরাশি হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বুধবার। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে জাতীয় পতাকা এবং স্কুলের পতাকা উত্তোলন করা হয়। শান্তির বার্তা দিতে ওড়ানো হয় পায়রা। জ্বালানো হয় মশাল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,জেলা পরিষদ সদস্যা ঊষা দাস, নারায়ণ বিশ্বাস,পারভীন সুলতানা, সেখ জালালউদ্দিন সহ আরও অনেকে।শিক্ষক শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। ১০০মিটার, ২০০ মিটার দৌড়, শটপুট, হাই জাম্প, লং জাম্প,কক ফাইট সহ ২২ টি ইভেন্টে ৪৭৫ জন প্রতিযোগি ছিল। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়।

প্যারাডাইস চাইল্ড একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়ার অন্তর্গত হামাদামার প্যারাডাইস চাইল্ড একাডেমিতে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল উৎসবের আমেজ। নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৬টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইব্রাহিম মোল্লা এবং সম্পাদক জাহাঙ্গীর মণ্ডলরা জানান, 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আকর্ষণীয় করে তুলতে গ্যাস বেলুন উড্ডয়ন, পিটি-র বিভিন্ন প্রদর্শনী, ক্যারাটের উপর বেশ কতকগুলো প্রর্দশনী, যোগা ব্যায়াম এর প্রর্দশনী, এছাড়াও শিক্ষার্থীদের 'যেমন খুশি তেমন সাজো' এবং অভিভাবক ও শিক্ষিকাদের চামচ গুলি প্রতিযোগিতা রাখা হয়।' বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর নাসিরউদ্দিন গাজী, 'বেডস' ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শাহজাহান মন্ডল, কেন্দ্রীয় সম্পাদক আলফাজ হোসেন, সিরাতে'র রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, কাইচ খান, দৈনিক আপনজন পত্রিকার সাংবাদিক এম মেহেদী সানি, অজয় সাধুখাঁ, প্রভাত ঘোষ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণিত করতে এবং খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ওই স্কুলে বর্তমানে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী পাঠরত। শিশুদের হাতে কলমে শেখার জন্য রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব, সাইন্স ল্যাবরেটরী, প্লে রুম। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিশু ও অভিভাবকদের জন্য রয়েছে লাইব্রেরিও।

আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডাইসের পদত্যাগ

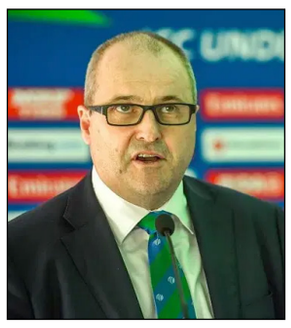

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিওফ অ্যালারডাইস পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
২০১২ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) অপারেশনস ম্যানেজারের দায়িত্ব ছেড়ে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে আইসিসিতে যোগ দিয়েছিলেন অ্যালারডাইস। ২০২১ সালের নভেম্বরে তিনি প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পান। এর আগে মানু শনেকে বরখাস্ত করা হলে আট মাস ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন।
হঠাৎ পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যায় নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন অ্যালারডাইস।
আইসিসির প্রকাশিত বিবৃতিতে ৫৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেট প্রশাসক বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে পারা আমার জন্য সম্মানের। ক্রিকেটকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে আইসিসির সদস্যদের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তি স্থাপন করা পর্যন্ত আমরা যা কিছু অর্জন করেছি, তাতে আমি সত্যিই গর্বিত।' ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যালারডাইস আরও বলেছেন, 'গত ১৩ বছর ধরে আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আইসিসির চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ এবং গোটা ক্রিকেট সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, পদত্যাগ করার এবং নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য এটাই সঠিক সময়। আমার আত্মবিশ্বাসী যে, ক্রিকেটের সামনে রোমাঞ্চকর সময় অপেক্ষা করছে। আমি আইসিসি ও বিশ্ব ক্রিকেট সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করছি।'
নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য অ্যালারডাইসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ, 'প্রধান নির্বাহী হিসেবে নেতৃত্ব ও নিবেদনের জন্য আইসিসি বোর্ডের পক্ষ থেকে জিওফকে (অ্যালারডাইস) আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে তাঁর প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাজের জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে শুভকামনা জানাই।'
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, অ্যালারডাইসের উত্তরসূরি নিযুক্ত করতে আইসিসি পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করবে। ক্রিকবাজ তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, কিছু নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের কারণে হয়তো সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বিশেষ করে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচি ও ভেন্যু চূড়ান্ত করতে দেরি করা এবং গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে বিশৃঙ্খলার জেরে অ্যালারডাইস পদত্যাগ করতে পারেন।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে না যাওয়ার বিষয়টি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সুরাহা করতে পারেননি অ্যালারডাইস। সূচি ঘোষণায় দেরি করাসহ নানা সমস্যার সমাধান করতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আইসিসির প্রধান নির্বাহী বরাবর চিঠিও পাঠিয়েছিল।
এমনকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মূল সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান স্টার স্পোর্টস সূচি প্রকাশে ক্রমাগত দেরি করতে থাকায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল এবং টুর্নামেন্ট শুরুর ১০০ দিন আগে অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন প্রচার করার ব্যাপারে চুক্তির বাধ্যবাধকতার বিষয়টি আইসিসিকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।
শুধু তাই-ই নয়। অভিযোগ আছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ খরচ করা হয়েছে। এ নিয়ে আইসিসিরই পরিচালনা পর্ষদের বেশ কয়েকজন সদস্য প্রশ্ন তোলেন।
বিপদ আঁচ করতে পেরে গত জুলাইয়েই পদত্যাগ করেন সংস্থাটির বিপণন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ক্লেয়ার ফারলং এবং ভেন্যু পরিদর্শক দলের সদস্য ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটির প্রধান ক্রিস টেটলি। এবার তাঁদের পথ অনুসরণ করলেন জিওফ অ্যালারডাইস।

গল টেস্ট

হেডের তাণ্ডব, স্মিথের মাইলফলক ও খাজার দিন

আপনজন ডেস্ক: ১ রানের জন্য ২৪ দিনের অপেক্ষা। সেই অপেক্ষা আজ ফুরিয়েছে স্টিভেন স্মিথের। অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ আর ইতিহাসের ১৫তম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।
স্মিথের সেই রান দেখতে ৮৩৫৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শ্রীলঙ্কায় এসেছেন কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান সমর্থক। গল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারির গ্রিলে তাঁদের লাগানো ব্যানারটা সকাল সকাল সবার নজর কেড়েছে। স্মিথ তাঁদের হতাশ তো করেনইনি, বরং মাইলফলক ছোঁয়ার পর সেঞ্চুরি করে আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।
স্মিথের আগে সেঞ্চুরি করেছেন ওপেনার উসমান খাজাও, যা শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাঁর প্রথম। তবে এই দুজনের সেঞ্চুরির আগে গল মাতিয়েছেন প্রায় দুই বছর পর টেস্টে ওপেন করতে নামা ট্রাভিস হেড। ব্যাট হাতে ঝড় তুলে দারুণ এক ফিফটি করেছেন হেড।
এতেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্টের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিক বোলারদের হতাশা বাড়িয়ে সফরকারীরা মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ৩৩০ রান তুলে ফেলেছে। খাজা ১৪৭ ও স্মিথ ১০৪ রানে অপরাজিত আছেন।
শেষ বিকেলে গলের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই নামে বৃষ্টি। ফলে আজ খেলা হয় ৮১.১ ওভার। প্রায় ৯ ওভারের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবে ১৫ মিনিট আগে, বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টায়।
স্মিথ ১০ হাজারি ক্লাবে ঢুকে যেতে পারতেন ঘরের মাঠেই। কিন্তু ৫ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে সিডনি টেস্টের তৃতীয় দিনে প্রসিধ কৃষ্ণার বলে যশস্বী জয়সোয়ালের হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন ফেরেন, তখন টেস্ট ক্যারিয়ারে তাঁর রান ৯৯৯৯! শ্রীলঙ্কার মাহেলা জয়াবর্ধনের পর মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টেস্টে ৯৯৯৯ রানের মাথায় আউট হয়েছিলেন এই তারকা ব্যাটসম্যান।
সেই অপেক্ষা আজ মধ্যাহ্ন বিরতির ঠিক আগমুহূর্তে শেষ হয়েছে স্মিথের। বৃষ্টি নামার কিছুক্ষণ আগে পেয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩৫তম সেঞ্চুরি। বর্তমানে খেলছেন-এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট সেঞ্চুরি স্মিথের। 'ফ্যাবুলাস ফোরের' অন্যতম ইংল্যান্ডের জো রুটের সেঞ্চুরি ৩৬টি।
লঙ্কান বোলাররা দিনভর নির্বিষ বোলিং করেছেন। গলের স্পিন সহায়ক পিচের কথা মাথায় রেখে মাত্র একজন পেসার (আসিতা ফার্নান্ডো) নিয়ে খেলতে নেমেছে স্বাগতিকরা। কিন্তু স্পিনাররাও ভালো করতে পারেননি। নিশান পেইরিস, প্রবাত জয়াসুরিয়া, জেফ্রি ভ্যান্ডারসেদের সহজেই সামলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা।
দিনের দুটি উইকেটই পড়েছে প্রথম সেশনে। ৪০ বলে ৫৭ রান করা হেডকে ফিরিয়েছেন জয়াসুরিয়া। ২০ রান করা মারনাস লাবুশেন হয়েছেন ভ্যান্ডারসের শিকার। পরের দুই সেশন অনায়াসে পার করে দিয়েছেন খাজা ও স্মিথ। আগামীকাল বোলাররা ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ওপর বিশাল রানের বোঝা চাপিয়ে দেবে অস্ট্রেলিয়া।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস: ৮১.১ ওভারে ৩৩০/২
(খাজা ১৪৭*, স্মিথ ১০৪*, হেড ৫৭, লাবুশেন ২০; ভ্যান্ডারসে ১/৯৩, জয়াসুরিয়া ১/১০২)।
* ১ম দিন শেষে।

কাকদ্বীপ চক্রের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাবির আহমেদ ● কাকদ্বীপ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ চক্রের মাধব নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় এবছর ৪৮তম বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ নির্দেশিত কাকদ্বীপ চক্রের সকল আন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্যও পৃথক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। নেতাজি, বাপুজী উত্তর ,বাপুজী দক্ষিণ, সূর্য নগর , শ্রীনগর, মধুসূদনপুর মোট ছয়টি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে আঞ্চলিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্র ছাত্রীরা চক্রের ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ করেন। চক্র থেকে সকল প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র প্রথম স্থান অর্জনকারীদের মহাকুমাতে পাঠানোর জন্য নির্বাচন করা হয়। এ বছর মহাকুমা ক্রীড়াতে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩১ জানুয়ারি নামখানাতে। কাকদ্বীপ চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা। এছাড়াও ছিলেন কাকদ্বীপ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌমেন দত্ত,কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন হালদার, জেলা পরিষদ সদস্য রীনা হালদার, সংখ্যালঘু সেলের সদস্য রেজাউল ইসলাম খাঁন সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মহামেডান কর্তাদের দুষে কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: মহামেডান কর্তাদের দুষে কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ পদত্যাগ করলেন। দুর্দিনের মধ্যেই আইএসএল-এর মাঝেই দায়িত্ব ছাড়লেন মহমেডান স্পোর্টিং কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। তিনি অভিযোগ করছেন, তিন মাসের বেতন এখনও পাননি তিনি। সেই কারণেই, বাধ্য হয়ে দায়িত্ব ছাড়লেন। শনিবার, মহমেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মোহনবাগানের। কিন্তু তার আগেই দায়িত্ব ছাড়লেন চেরনিশভ। মহমেডানকে আইলিগ জেতালেও আইএসএলে সেইভাবে সফল হতে পারেননি সাদকালো ব্রিগেডের হেডস্যার। মোট ১৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে একেবারে শেষে রয়েছে মহমেডান। চেরনিশভ বুধবার সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, "আমার কোচিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন এবং দুঃখের সিদ্ধান্ত। মহমেডানের সঙ্গে আমার যেমন ঝগড়া হয়েছে, তেমন ভালোবাসাও ছিল। তবে আমি একজন পেশাদার কোচ। তিন মাস বেতন ছাড়া কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই মরশুমে যে যে সমস্যা হয়েছে, তা নিয়ে আমি আর কোনও কথা বলব না। কখনও সমস্যাকে ভয় পাইনি। সবসময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু এটা চলতে পারে না। চোখে জল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। এর দায় ক্লাব কর্তাদের। কারণ, তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছেণ।" এমনিতে মহমেডানে আর্থিক সমস্যা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। ফুটবলাররাও বেতন পাচ্ছেন না। এমনকি, তারা অনুশীলনেও নামতে অস্বীকার করেছেন সেই কারণে। এক সপ্তাহ আগে একদিন অনুশীলনে গিয়েও প্রথমে মাঠে নামেননি ফুটবলাররা। কিন্তু ক্লাব বা বিনিয়োগকারীদের তরফ থেকে কেউ সমস্যা সমাধানের কোনওরকম আশ্বাস দেননি। আর ঠিক সেই কারণেই অনুশীলন করেননি মহমেডান ফুটবলাররা। মিরজালল কাশিমভরা ভেবেছিলেন যে, ক্লাব বা বিনিয়োগকারীদের তরফ থেকে কেউ এসে তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন এবং সমস্যা সমাধানের কোনও একটি দিশা দেখাবেন। কিন্তু সাদাকালো কর্তারা এদিন ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলতে আসেননি। শুধু শ্রাচী স্পোর্টসের এক প্রতিনিধি এসেছিলেন মাঠে। আসেননি আর এক বিনিয়োগকারী বাঙ্কারহিলের কোনও প্রতিনিধি। অনেকক্ষণ বসে থেকে হতাশ ফুটবলাররা শেষপর্যন্ত হোটেলে ফিরে যান। মাঝে অবশ্য একবার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ার, জোসেফ অ্যাডজেইয়েরা মাঠে নামলেও বল স্পর্শ করেননি। এমনকি, কাশিমভের মতো পুরনো ফুটবলারেরা নতুনদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তবে তেমন কোনও লাভ হয়নি। বিশেষ করে নতুন বিদেশি ফুটবলাররা নিজেদের অবস্থানে একেবারে অনড় আছেন।

৪৪ তম চক্র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদ আয়োজিত প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের ৪৪ তম চক্র স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হল বুধবার হরিহরপাড়া কিষানমান্ডি ময়দানে হরিহরপাড়া চক্র ক্রীড়া কমিটির ব্যবস্থাপনায় পতাকা উত্তোলন ও মশাল জ্বালিয়ে মার্চপাস্ট করে ৪৪ তম চক্র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করলেন হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, হরিহরপাড়া চক্রের মোট ৬ টি অঞ্চলের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ১০০ টি স্কুল রয়েছে তারমধ্যে প্রায় ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৩৪ টি ইভেন্ট রয়েছে বলে জানান সার্কেল ইন্সপেক্টর । এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোক সভার সাংসদ আবু তাহের খান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, হরিহরপাড়া সার্কেল ইন্সপেক্টর শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাব উদ্দিন শেখ , পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা জয়নাল আবেদীন,এই ক্রীড়ার কার্যকরী কনভেনার সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।

দানবীর খেল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শ্যামপুর

আপনজন: শ্যামপুর থানার বাড়গড়চুমুকে দানবীর অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছাত্রদের জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। খেল উৎসবে ক্রিকেট, ফুটবল, দৌড়, লংজাম্প, অঙ্ক দৌড়, বিস্কুট দৌড়, স্টটপুট, মিউজিক্যাল চেয়ার, আলু দৌড়সহ ১৫ রকমের খেলার আয়োজন ছিল। খেল উৎসবের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দানবীর অ্যাকাডেমির সাধারণ সম্পাদক সেখ জোবায়ের হোসেন (শিমুল)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষিকা পরভিনা খাতুন, সহ শিক্ষক সেখ আবু খায়ের (পলাশ), হরিপদ দাস, উজ্জ্বল দাস, শিক্ষিকা ঝুমা দাস, প্রতিভা দুয়ারি, শতরূপা রায়, ইবরানা পারভীন সহ আরও অনেকে। খেলার শেষে ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অ্যাকাডেমির শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আপনজন: সম্প্রতি গাজীপুর সুপার কিংস ক্লাবের পরিচালনায় ৩২ টিমের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শ্যামপুরের গড়চুমুকে। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বি নিউ ওয়ান এবং রানার্স হয় লার্ন ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় রানার্স দলের সানু। ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ চ্যাম্পিয়ন দলের গোপাল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**